NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ নিউইয়র্কে ভারত-পকিস্তান ম্যাচ নিয়ে পন্টিংও অপেক্ষায়

ফাইনালে দেখা হতে পারে ক্লপ, আলোনসোর ৮

কলকাতা ১৬ মার্চ ২০২৪ ২ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 16.03.2024, Vol.17, Issue No.274, 8 Pages, Price 3.00

আজ দুপুর ৩টেয় প্রকাশ হবে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা কবে হবে, তা জানিয়ে দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। শনিবার অর্থাৎ আজ দুপুর ৩টেয় নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হবে। একই দিনে চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্টও প্রকাশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্রের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে এই তথ্য জানানো হয়। পরে পোস্টটি শেয়ার করা হয় নির্বাচন কমিশনের এক্স হ্যান্ডলে। কমিশনের তরফে একটি বিবৃতিও দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের সঙ্গেই অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম এবং ওড়িশায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা।

এক্সের পোস্টে লেখা হয়, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং কিছু রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হবে শনিবার দুপুর ৩টেয়। তবে নির্দিষ্ট করে কোনও রাজ্যের নাম লেখা হয়নি। কমিশনের তরফে সমাজমাধ্যমে সাংবাদিক বৈঠকটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচনের দিনঘোষণার পরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ভোট-দামামা বেজে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। চালু হয়ে যাবে আদর্শ আচরণবিধি বা মডেল কোড অফ কনডাক্ট (এমসিসি)।

ক'দফায় ভোট হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে সাত দফায় ভোট হয়েছিল। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল নয় দফায়। রাজ্যেও অতগুলি দফাতেই ভোট হয়। কলকাতায় কমিশনের ফুল বেঞ্চ ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এলে এক দফায় নির্বাচন করার দাবি তুলেছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

বৃহস্পতিবারই নির্বাচন কমিশনের জোড়া শূন্যপদে দুই অবসরপ্রাপ্ত আমলাকে নিয়োগ করা হয়। দেশের দুই নির্বাচন কমিশনারের পদে আসেন সুখবীর সিং সান্ধু এবং জ্ঞানেশ কুমার। এই দুই শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের কমিটি। লোকসভার বৃহত্তম বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা হিসাবে কমিটিতে ছিলেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীও।

প্রসঙ্গত, দেশে এক জন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ মোট তিন জন নির্বাচন কমিশনারের থাকার কথা। এত দিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার অরুণ গয়ালই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। তৃতীয় নির্বাচন কমিশনারের পদটি দীর্ঘ দিন ধরেই শূন্য। কিন্তু গত শনিবার হঠাৎই ইস্তফা দেন অরুণ। সূত্র মারফত জানা যায়, রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া চিঠিতে অরুণ জানান, তিনি 'ব্যক্তিগত কারণে' পদত্যাগ করছেন। তবে তাঁর ইস্তফার 'নেপথ্য' কারণ নিয়ে চর্চা অব্যাহত থাকে। লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা পিছিয়ে দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অবশেষে শূন্যপদ পূরণের পর দিনই ভোট ঘোষণার দিনক্ষণ জানানোর তারিখ জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

বিজেপিতে ফিরলেন অর্জুন সঙ্গী দিব্যেন্দু অধিকারী

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: বছর দুয়েকের মধ্যে ফের বিজেপিতে 'ঘর ওয়াপসি' অর্জুন সিংয়ের। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন দিব্যেন্দু অধিকারীও। তিনি তমলুকের সাংসদ এবং সম্পর্কে শুভেন্দু অধিকারীর ভাই। দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অমিত মালব্যর হাত থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন তাঁরা। দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তর থেকে বিজেপির উত্তরীয় পরেন তাঁরা। সাংবাদিক বৈঠক করে এই দুই নেতাকে বরণ করে নিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অর্জুন জানান, তিনি তাঁর দলের কর্মীদের তৃণমূলের 'সন্ত্রাসের' হাত থেকে বাঁচাতেই দলবদল করেছিলেন।

বিজেপির উত্তরীয় পরে অর্জুন বলেন, '২০২১ সালে যেভাবে ভোট পরবর্তী অশান্তি বাংলায় হয়েছে, যেভাবে খুন রাহাজানি হয়েছে সেখানে সবথেকে বেশি আমার এলাকায় লোকজন অত্যাচারিত হন। বিজেপি কর্মীদের বাঁচাতে অল্প সময়ের জন্য আমাকে দল থেকে দূরত্ব রাখতে হয়েছিল। খুব কষ্ট করে তাঁদের রক্ষা করতে হয়েছে। তবে বাংলায় তৃণমূলের সরকারের এসব নিয়ে কিছু আসে যায় না। ক্ষমতায় থাকতে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে অত্যাচার করতে জানে ওরা। সন্দেশখালি তার প্রমাণ। প্রতি বিধানসভায় এরকম সন্দেশখালি আছে। প্রতিবাদ করতে পারবেন না কেউ। এমন অত্যাচার বিশ্বে কোথাও হয় না।'

অর্জুন আরও বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনার পর আমি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছি। কারণ মহিলাদের উপর ওই অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারিনি। প্রশাসন এবং গুণ্ডা একসঙ্গে অপরাধ করেন বাংলায়।' অন্যদিকে, বিজেপিতে গিয়ে তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু বলেন, 'আজ আমার জন্য শুভ দিন। আমি বিজেপি পরিবারের সদস্য হলাম। আমাদের নেতা মোদিজি সারা দুনিয়ার নেতা। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি।' সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে দিব্যেন্দু আরও বলেন, ''আমরা মা দুর্গা, মা কালীর পুজো করি। সন্দেশখালিতে মহিলাদের সঙ্গে যা হয়েছে, নিন্দা করার ভাষা নেই। সন্দেশখালি এখন সারা দেশের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি ওখানকার নির্যাতিতাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ৫০০-১০০০ টাকা দিয়ে মহিলাদের সম্মান করা যায় না। মমতার দল বাংলার মহিলাদের সম্মান করতে ব্যর্থ হয়েছে। মোদিজিকে ৪০০ পার করানোর লক্ষ্যে আমি কাজ করব।'

দিব্যেন্দু এবং অর্জুনকে বিজেপিতে স্বাগত জানিয়ে অমিত মালব্য বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যে ভাবে বিজেপিতে ওঁরা যোগ দিলেন, তাতে বোঝা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সন্দেশখালির ঘটনায় পীড়িত হয়েছেন এই দুই সাংসদ। তাই তাঁরা আমাদের দলে যোগ দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যেরা দুর্নীতিগ্রস্ত। অনেক মন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে জেল খাটছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বাংলায়। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ফেরাতে চান, তাঁদের আমরা বিজেপিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করব।'

দিব্যেন্দু এবং অর্জুনের বিজেপিতে যোগদানকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'বিজেপি নেতারাই বিজেপিতে যোগ দিলেন। এ আর এমন কী ব্যাপার?' শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে 'পরিবারতন্ত্রের' অভিযোগকেও উস্কে দিয়েছেন কুণাল।

ভালো আছেন মুখ্যমন্ত্রী, বাড়িতে দুর্ঘটনার তদন্তে লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতেই কপালে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কপাল ও নাকে সেলাই পড়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে বাড়ির মধ্যে এই দুর্ঘটনা? জানতে তদন্তে নেমেছে লালবাজার। এদিকে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে।

আপাতত কালীঘাটের বাড়িতে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতাল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। শুক্রবার তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখবেন চিকিৎসকেরা। বৃহস্পতিবার এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের 'পিছন থেকে ধাক্কা' মন্তব্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। পর সেই মন্তব্যের ব্যাখ্যাও মিলল এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে।

শুক্রবার সকালে মণিময় দাবি করেন, 'আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক সময় মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সময়ে এমন পিছন থেকে ধাক্কার (পুশ ফ্রম বিহাইন্ড) অনুভূতি হতে পারে।' মণিময় এ-ও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত সেই সময় বলতে চেয়েছিলেন যে পড়ে যাওয়ার সময়ে পিছন থেকে ধাক্কার অনুভূতি তাঁর হয়েছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়েছিল।'

সূত্রের খবর, শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে যাবে লালবাজারের সায়েন্টিফিক উইং, গোয়েন্দা বিভাগের দল। তাঁরা কথা বলতে চান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হবে তদন্ত। এদিকে বৃহস্পতিবার প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতেই বাড়ি ফিরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে থাকতে রাজি হননি তিনি। চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে বাড়িতেই রয়েছেন তিনি।

মোদি-রাহুলকে ধন্যবাদ জানালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আঘাত পাওয়ার পর প্রথম সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চোটের খবর পাওয়া মাত্রই এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর সুস্থতা কামনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাহুল গান্ধি, অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা। শুক্রবার সকালে টুইটে প্রত্যককে ধন্যবাদ জানালেন মমতা।

শুক্রবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে, মোদি থেকে রাহুল গান্ধিকে ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরেও চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাতে ভালো ঘুম হয়েছে বলে খবর। তবে ব্যথা রয়েছে নাকে।

দাড়িভিট কাণ্ডে রুল জারি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দাড়িভিট কাণ্ডে আদালত অবমাননায় দায়ে রাজ্যের মুখ্য ও স্বরাষ্ট্র সচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশ, সশরীরে হাজিরা দিতে হবে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডিকে। আগামী ৫ এপ্রিল তাঁদের হাজিরা দিতে হবে আদালতে। এই সমগ্র ঘটনায় নিঃসন্দেহে চরম এক অস্বস্তিতে পড়ল রাজ্য। উত্তর দিনাজপুরে দাড়িভিট এলাকায় গুলিতে দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু, এনআইএ তদন্তের এই নির্দেশের পর ১০ মাস কেটে গেলেও তা কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য, গত বছরে মে মাসে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় এই আদালত।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

কেসিআর-কন্যা কবিতা আটক

অমরাবতী, ১৫ মার্চ: দিল্লির মদের দোকানের লাইসেন্স বিলি সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (কেসিআর) কন্যা তথা ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র বিধান পরিষদ সদস্য কে কবিতাকে আটক করল ইডি। তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানাচ্ছে, শুক্রবার দুপুর থেকে কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তার পরেই তাঁকে আটক করা হয়। কবিতাকে দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত বছর জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। তবে সম্প্রতি তিনি ইডির তলব এড়িয়ে গিয়েছেন। এই মামলার চার্জশিটে ইডির অভিযোগ, দিল্লির তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী মদ সংক্রান্ত নীতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া আবগারি নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যে ব্যবসায়িক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন কবিতা তার ৬৫ শতাংশের মালিক!

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

কলকাতা মেট্রোয় নয়া ইতিহাস যাত্রী পরিষেবা চালু হল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর

রাজীব মুখোপাধ্যায়●হাওড়া

শুক্রবার সকাল থেকেই হুগলি নদীর নিচ দিয়ে ছুটল মেট্রো। হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ মেট্রো রুটের উদ্বোধনের পর শুক্রবার থেকেই প্রথম যাত্রী পরিষেবা শুরু হল ওই রুটে। যাকে ঘিরে যাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতোই। মেট্রোর হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত রয়েছে এই রুট। এই রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬.৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১০.৮ কিলোমিটার মাটির তলা দিয়ে যাচ্ছে।

ব্যস্ত অফিস টাইমে প্রতি ১২ মিনিট অন্তর মেট্রো পরিষেবা চলবে। আর ব্যস্ত সময় ছাড়া চলবে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর। শুক্রবার সকাল ৭ টায় প্রথম মেট্রো ছাড়ল এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া ময়দান থেকে। শেষ মেট্রো ছাড়বে দু' দিক থেকেই রাত ৯ ৪৫ মিনিটে। কলকাতা শহরে মেট্রো পরিষেবা চালুর ৪১ বছর পর কলকাতা মেট্রো আবারও নতুন ইতিহাস গড়লো। দেশের মধ্যে প্রথম নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো রেল ছুটলো। শুক্রবার সকাল থেকে বহু অফিস যাত্রী সহ উৎসুক মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

শুধুমাত্র প্রথম মেট্রোতে সওয়ার হতে হাওড়ার রামরাজাতলা থেকে এসেছেন চৈতালি মিত্র। তিনি বলেন,' জবে থেকে খোঁড়া শুরু হয়েছিল, ভাবিনি আমার জীবদ্দশাতে নিজের চোখে দেখতে পাবো। আমাকে প্রায়ই ফুলবাগান যেতে হয়, বাসে করেই যাই। তাতে দেড় ঘন্টা সময় লেগে যায়। মেট্রো চালু হওয়াতে আমাদের মত মানুষদের খুবই সুবিধা হল।'

হাওড়ার লিলুয়া চকপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ মজুমদার বলেন,' খুবই সুবিধা হল। মায়ের পেনশনের টাকা তুলতে ধর্মতলা যেতে হতো। আধ ঘন্টা- চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় লাগতো। এখন আধ মিনিটেই গঙ্গা পেরিয়ে যাবো। এছাড়াও যারা সেক্টর ফাইভে চাকরি করেন তারাও খুব খুশি।'

শুধু সাধারণ মানুষই নয় প্রথম গঙ্গার তলার মেট্রো ছড়ার অনুভূতির জন্য রাতের ডিউটি সেরে

ভোর থেকে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন রেলকর্মী ভরত চন্দ্র কোলে। তিনি বলেন,'ভোর থেকে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটেছি। গতকাল রাতে নাইট ডিউটি ছিল, তারপরে শুধু এই অভিজ্ঞতা নেব বলেই চলে এসেছি। দেশের প্রথম এই পরিষেবা শুরু হল। কিছুদিনের মধ্যে বৌবাজার সংযোগ হয়ে গেলে আরও সুবিধা হবে।'

শুক্রবার ভোর চারটে থেকে মেট্রো স্টেশনের বাইরে উৎসুক জনতা। ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আজকের প্রথম সফরে মেট্রো কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রতিটি যাত্রীকে গোলাপ ফুল দেওয়া হয়। যাত্রীরা প্রথম গঙ্গার তলা দিয়ে চালু হওয়া মেট্রোর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বিশেষ উৎসাহী ছিল।

প্রস্তাবিত নয়া রুট হয় সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত (১৬.৫৫ কিমি) হলেও ময়দান থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়ে গেল। এরপর বৌবাজারে কাজ সম্পুর্ন হলেই হাওড়া ময়দান থেকে সরাসরি সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত খুব দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যাওয়া যাবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহর হাওড়াকে মেট্রোপথে যুক্ত করলো এই করিডোর । মাটির উপর দিয়ে ৫.৭৪ কিমি এবং মাটির নীচ দিয়ে মেট্রো যাবে ১০.৮১ কিমি । মোট ১২টি মেট্রো স্টেশন রয়েছে। কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল বা (সিবিটিসি) সিগন্যালিং ব্যবস্থা থাকছে । পুরো রুটে প্রতিদিন আনুমানিক সাত লক্ষের কাছাকাছি যাত্রী যাতায়াত করবে ।

এই গোটা প্রকল্পের জন্য মোট খরচ হয়েছে ১০,৪৪২ কোটি টাকা হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত দূরত্ব ৪.৮০ কিমি । আর এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত দূরত্ব ২.৪৫ কিমি । এটি দেশের প্রথম নদীর নিচ দিয়ে চালু হওয়া মেট্রো পরিষেবা। এই অংশটিকে সাবেকুইয়াস টানেল বলা হল। এই সুড়ঙ্গ ৬৬ দিনের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে। দুটি সুড়ঙ্গ বোরিং মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। নদীর নীচের সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য হল ৫২০ মিটার । নদীবক্ষের ১৬ মিটার নীচে অবস্থিত এই সুড়ঙ্গ । সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে দৌড়বে মেট্রো। গঙ্গার জলস্তর থেকে তলদেশের মাটি কলকাতা ও হাওড়ার পাড় প্রায় ১৩ মিটার গভীর। সেই তলদেশে থেকে আরও ১৫ মিটার গভীরে অবস্থান করছে মেট্রোর সুড়ঙ্গ দুইটি। নদীর নিচের অংশ পারাপার করতে সময় লাগবে ৪৫ সেকেন্ড । দিনের ব্যস্ততম সময়ে নদীর নীচের অংশে যাত্রী ভিড় হতে পারে আনুমানিক ৪০-৪৫ হাজার। সুড়ঙ্গের মধ্যে যে কোনো আপদকালীন পরিস্থিতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে যদি কোনওরকম আপদকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং যদি ট্রেন খালি করে দিতে হয়, তাহলে সুড়ঙ্গের ভেতরের ওয়াকওয়ে দিয়ে হেঁটে গিয়ে যাত্রীরা ভেন্টিলেশন সাফট দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন । আর কোনও মেট্রো স্টেশনে এই ওয়াকওয়ে নেই । এই স্টেশনের প্রত্যেক ২৪০ মিটার অন্তর একটি করে ক্রস-প্যাসেজ রয়েছে প্রয়োজনে এই ক্রস-প্যাসেজ ব্যবহার করে যাত্রীরা বেরিয়ে যেতে পারবেন । পুরো সুড়ঙ্গে এ রকম আটটি ক্রস-প্যাসেজ রয়েছে । ক্রস প্যাসেজের আরেকটি কার্যকারিতা হল যে, পাশাপাশি দুটি সুড়ঙ্গকে ক্রস প্যাসেজ যুক্ত করে । অর্থাৎ কোনও একটি সুরঙ্গ থেকে আরেক সুড়ঙ্গে যেতে হলে ক্রস-প্যাসেজ দিয়ে যেতে হবে ।

রাষ্ট্রপতির দরবারে সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা'রা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: রাইসিনা হিলসে সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা'রা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দরবারে সন্দেশখালির ১১ জন বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা এবং বাকিরা পুরুষ। রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। 'ভয়াবহ অভিজ্ঞতা'র কথা শুনে দুঃখপ্রকাশ করেন মুর্মু। এর আগে বারাসতের সভা শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন সন্দেশখালির বেশ কয়েকজন মহিলা। নারী দিবসের আগে মমতার সভামঞ্চেও দেখা গিয়েছে সন্দেশখালির মহিলাকে।

সেন্টার ফর এসসি/এসটি সাপোর্ট অ্যান্ড রিসার্চের ডিরেক্টর ডঃ পার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে যান সন্দেশখালির বাসিন্দারা। পার্থ জানান, 'সন্দেশখালির মোট ১১ জন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন মহিলা এবং ৬ জন পুরুষ। সরাসরি নির্যাতিতদের মুখ থেকেই যাতে রাষ্ট্রপতি জানতে পারেন, তাই সন্দেশখালির মহিলা

এবং নির্যাতিত পুরুষদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে আসি। রাষ্ট্রপতি তাঁদের কথা শুনেছেন। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে দুঃখও প্রকাশ করেছেন। সহানুভূতিও প্রকাশ করেছেন তিনি।'

উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। শেখ শাহজাহানের অনুগামীদের হামলায় জখম হন তিন আধিকারিক। ঝরে রক্ত। ভাঙচুর করা হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গাড়িতেও। এই ঘটনার পর থেকে বিশাল সাম্রাজ্য ছেড়ে ফেরার হয়ে যান শাহজাহান। এদিকে, ফেরার শাহজাহানকে গ্রেপ্তারির দাবিতে পথে নামেন মহিলারা। জ্বলে ওঠে গ্রামের পর গ্রাম। পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে যায় যে দফায় দফায় ১৪৪ ধারা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন।

বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, শাহজাহান ওই এলাকার 'ত্রাস'। বিঘার পর বিঘা জমি ও ভেড়ি দখলের অভিযোগ উঠেছে। তেমনই আবার রয়েছে নারী নির্যাতনের অভিযোগও। সন্দেশখালিতে ইডি হামলার প্রায় ৫৫ দিন পর গ্রেপ্তার হন শাহজাহান। গ্রামগুলিতে অশান্তির মাঝে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় এসসি এসটি কমিশনের প্রতিনিধিরা সন্দেশখালি যান। রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্টও জমা দেন। এবার রাষ্ট্রপতির দরবারে সন্দেশখালির মহিলারা। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নির্যাতিতাদের সাক্ষাৎ, যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন সকলে।

হাওড়া ব্রিজে বাসের ধাক্কা, আহত অন্তত ১০ জন যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়া ব্রিজে বাস দুর্ঘটনা। জানা গিয়েছে, যাত্রী বোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাওড়া ব্রিজের লোহার পিলারে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জম যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদেরকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় হাওড়া হাসপাতালে।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বাসটি ব্রেক ফেল করে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনার জেরে হাওড়া ব্রিজে তীব্র যানজট শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা। আহত যাত্রীদের অভিযোগ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাওড়া ব্রিজে রেলিংএ ধাক্কা মারে ১২/এ রুটের ওই বেসরকারি বাসটি। বাসটি মেটিয়াবুরুজ থেকে আসছিল। হাওড়া ব্রিজের ওঠার পর স্টেশনের দিকে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটিকে আটক করে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে গাড়ি চালক। পুলিশ ব্রেকডাউন ভ্যান দিয়ে বাসটি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে যায়, এরপরে ফের হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

যদিও ঘটনায় যাত্রীদের অভিযোগ, বাসটি অনেকক্ষণ ধরেই দ্রুত গতিতে চলছিল। হাওড়া ব্রিজে উঠতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিংএ ধাক্কা মারে। হঠাৎ ঝাঁকুনিকে বেশ কয়েকজনযাত্রীর মাথায় আঘাত লাগে। ব্রিজে থাকা কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ধাক্কার অভিঘাতে বাসটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। সেতুর স্তম্ভে কতটা প্রভাব পড়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। সূত্রের খবর, ওই অংশের স্তম্ভটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, তা সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরই জানা সম্ভব হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

লোকসভা নির্বাচনে ৪৮টি আসনে লড়ছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটে এখনও পর্যন্ত ৪৮ আসনে প্রার্থী দেওয়া হল তৃণমূলের তরফ থেকে। ব্রিগেডের জনগর্জন সভার মঞ্চ থেকেই বাংলার ৪২ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে। নবীন প্রবীণের মিশেলে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্য উভয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রার্থী তালিকায়। তবে শুধু বাংলাতেই নয়, জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা বিস্তারের লক্ষ্যে অন্যান্য একাধিক রাজ্যেও প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। যেমন বৃহস্পতিবারই বিজেপি শাসিত অসমে চারটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। অসমের চারটি আসন , কোকরাঝড়, বারপেটা, লখিমপুর ও শিলচরে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে ঘাসফুল শিবির।

শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি উত্তর প্রদেশেও ভোটে লড়ছে তৃণমূল। সেখানেও একটি লোকসভা আসনে প্রার্থী দিয়েছেন মমতা। উত্তর প্রদেশের ভদোহী লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন ঘাসফুলের প্রার্থী। সেখানে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টির সমর্থন নিয়ে ভোটে লড়বে তৃণমূল। শুক্রবারই সপার তরফে এক্স হ্যান্ডেলে এ কথা জানানো হয়। এছাড়া আগেই মেঘালয়ে একটি আসনে ভোটে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল তৃণমূল। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৪২ আসন, অসমের চারটি আসন, উত্তর প্রদেশের একটি আসন এবং মেঘালয়ের একটি আসন অর্থাৎ মোট ৪৮টি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে ঘাসফুল শিবির।

বাংলার বাইরে তৃণমূল তার রাজনৈতিক পরিধি এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা বিস্তার করতে পারলে প্রধানমন্ত্রী পদে বিরোধীদের মুখ হিসেবে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম খুব স্বাভাবিক ভাবেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসবে ইন্ডিয়া জোটে। কারণ, ইন্ডিয়া জোটের তরফে প্রধানমন্ত্রীর মুখ হিসেবে কারও নাম জানানো হয়নি। সেক্ষেত্রে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রাধান্য পাবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ঘেরাও-বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে বেলঘড়িয়া থানার সামনে ও বিটি রোড বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এদিন বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে প্রথমে বেলঘড়িয়া থানার সামনে বসে পড়ে কিছুক্ষন বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। তারপর তাঁরা থানার সামনে বিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিজেপির রাস্তা অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় বিটি রোডে। বেলঘড়িয়ার এসিপি ঘটনাস্থলে এসে ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

বিক্ষোভ নিয়ে বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে কামারহাটি পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলাকে স্থানীয় দুষ্কৃতীরা মারধর করে। ওই মহিলার গর্ভপাত হয়। বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর একমাস অতিক্রান্ত। অথচ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয় নি।' অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলাকে মারধরের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

চলন্ত মেট্রোতে অভিনব ভোট প্রচার বিজেপি প্রার্থী রথীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রীদের জন্য চালু হল হাওড়া ময়দান মেট্রো। আর প্রথম দিনেই মেট্রো চেপে প্রচার সারলেন হাওড়া সদরের বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। যাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও চকলেট দেওয়ার মাধ্যমে জনসংযোগের নতুন মাধ্যম বেছে নিলেন চিকিৎসক বিজেপি প্রার্থী। প্রতিদিন হাওড়া থেকে কলকাতার নিজস্ব চেম্বারে যান তিনি। যদিও শুক্রবার মেট্রো চালু হওয়াতে গাড়ি ব্যবহার না করে মেট্রোকেই বেছে নেন তিনি। পাশপাশি মেট্রোর বাইরে ও ভিতরে উপস্থিত যাত্রীদের তিনি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানালেন।

এদিন হাওড়া ময়দান মেট্রোর প্রথম দিনের সওয়ারি হতে ভোর থেকে অসংখ্য মানুষ ভিড় করেন মেট্রোর গেটের সামনে। পরিষেবা চালুর শুরুর দিনেই যাত্রীদের মেট্রো চাপার জন্য বিশেষত গঙ্গার নীচ দিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিজেপি প্রার্থী রথীন বলেন, 'আজকের এই দিনটি এক ঐতিহাসিক দিন। আমরা গর্বিত নরেন্দ্র মোদি এটা সকলের জন্য করেছেন। আমাদের কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। আমরা নরেন্দ্র মোদির গর্বিত সৈনিক।'

পাশপাশি উপস্থিত বিজেপি নেতা উমেশ রাই দাবি করেন, 'দেশের মধ্যে কলকাতাতেই প্রথম মেট্রোর সূচনা হয়েছিল। এরপর অনেক সরকার এসেছে, বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়েই প্রথম গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো চালু হল। মোদি যেটা বলেন সেটাই করে দেখান, এটাই মোদির গ্যারান্টি।'

গণ পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ

আরটিএ বোর্ড ভেঙে তা নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকার গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে রাজ্যের সমস্ত আরটিএ বোর্ড ভেঙে তা নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষই বাস মিনিবাস সহ অটো সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক গাড়ির পারমিট প্রদান করে। তবে করোনা অতিমারির পর থেকে অনেক বোর্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। যার ফলে করোনা পরবর্তী সময়ে জেলায় জেলায় বাস, মিনিবাস, অটো সহ যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত গাড়ির সংখ্যা ক্রমেই কমছে। গোটা রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার পারমিটের আবেদন জমা পড়ে রয়েছে। এই জট ছাড়াতেই এবার বোর্ড গুলি ভেঙে দিয়ে নতুন করে গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মানুষকে সুষ্ঠু পরিষেবা দিতেই রাজ্যে নতুন করে আরটিএ বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। নবগঠিত বোর্ড নিয়মিত বৈঠক করে যাবতীয় আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে। পারমিট কিংবা রাস্তায় আরও বেশি গাড়ি নামানোর যাবতীয় প্রক্রিয়া সরল করে গোটা ব্যবস্থাকে যাত্রীবান্ধব করতেই এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান। পাশাপাশি, বাংলার সড়ক মানচিত্রে বাণিজ্যিক গাড়ির নয়া রুটও তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ি নামানোর ক্ষেত্রে পারমিট পেতে চূড়ান্ত জটিলতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কারণ, এই পারমিট দেওয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা রয়েছে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথারিটি (আরটিএ) বোর্ডের। প্রত্যেক জেলায় এই বোর্ড রয়েছে। যার চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক। রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার (আরটিও) এই বোর্ডের সদস্য সচিব। বোর্ডের আর এক সদস্য হিসেবে থাকেন শাসক দলের বিধায়ক-নেতা কিংবা তাঁর প্রতিনিধি। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই বোর্ডগুলির মিটিং হয় না। পারমিট ইস্যু থেকে শুরু করে সরাসরি যাত্রীস্বার্থের সঙ্গে জড়িত একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলে থাকে।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আরটিএ বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি নতুন বোর্ড গঠনের সরকারি আদেশনামা জারি করেছেন পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন। সেখানে উত্তর ২৪ পরগনার ডিএম শরদ দ্বিবেদীকে বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন জেলার আরটিও। সুরজিৎ মিত্রকে নয়া সদস্য করা হয়েছে।

পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে আরও ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে আরও ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর অর্ধেক কেন্দ্র ও বাকি অর্ধেক রাজ্য সরকার বহন করবে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি আর্থিক বছরে জল জীবন মিশনে রাজ্যে আট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সেই অর্থ খরচ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। তাই এখন প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে অতিরিক্ত আরও প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ২০১৯-২০ আর্থিক বছর থেকে গত ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এই খাতে কেন্দ্র প্রায় ৮ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা দিয়েছে। সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে এ রাজ্যও। এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে এই প্রকল্পে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের দাবি, ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে রাজ্যে জল সংযোগের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৭২০। সেই সংখ্যা বর্তমানে ৮০ লক্ষ ছুঁয়েছে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে এরাজ্য গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বলে ওই দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে চলতি মাসের ১ থেকে ১১ মার্চের মধ্যে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৩৬টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এরাজ্যে বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রথম স্থানে রয়েছে। ১৩ দিনে এই জেলায় ৩১ হাজার ৯৫২টি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। ১৩ হাজার ৬৭৬টি বাড়িতে জল পৌঁছে পূর্ব বর্ধমান দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। উত্তর ২৪পরগনা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই জেলায় ১১হাজার ৮৩৫টি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অধিকাংশ জেলায় এই প্রকল্পের কাজ শেষ করা। কিছু জায়গায় জমিজটে প্রকল্পের কাজে গতি হারিয়েছিল। সেই সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে জানা গেছে। প্রতিটি জেলাতেই তাই কাজের গতি বেড়েছে।জল জীবন মিশন প্রকল্পের শুরু থেকে বাংলায় এখনও পর্যন্ত ৭৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৯০টি বাড়িতে জল পৌঁছে গিয়েছে। মোট ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯ হাজার ৬২৯টি বাড়িতে সংযোগ দেওয়ার টার্গেট নেওয়া হয়েছিল। টার্গেটের কাছাকাছি রাজ্য পৌঁছে গিয়েছে। নদীয়া জেলায় প্রায় ৮০ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে গিয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানে ৬৩, উত্তর ২৪ পরগনায় ৫৭ শতাংশ বাড়িতে জল পৌঁছে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিংয়ের মতো জেলাগুলি কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৫৭৬ ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯২৩টি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে গিয়েছে। ঝাড়গ্রামে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭৯৭টি বাড়িতে জল দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, মাননীয় জেলা জজ্ আদালত

এ্যাক্ট ১৪ কেস নং ৮/২০২২

দরখাস্তকারিনী- শ্রীমতি চামেলি দে, স্বামী- প্রনয় কুমার দে, সাকিম- 'C' ১৩/১, বৈশাখী আবাসন, সেক্টর ২, সল্টলেক, থানা-বিধাননগর, জেলা-২৪ পরগণা (দঃ), কলিকাতা ৭০০০৯১

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী শ্রীমতি চামেলি দে, স্বামী- প্রণয় কুমার দে, সাকিম-'C' ১৩/১ বৈশাখী আবাসন, সেক্টর ২, সল্টলেক, থানা- বিধাননগর, জেলা-২৪ পরগণা (দঃ), কলিকাতা-৭০০০৯১। তার নাবালক মানসিক ভারসাম্যহীন একমাত্র পুত্র শ্রী প্রশান্ত দে, পিতা-প্রণয় কুমার দে'র শরীর ও সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার জন্য গার্জেনশিপ নিমিত্তে জেলা হুগলীর মাননীয় জেলা জজ বাহাদুর আদালতে উপরোক্ত মামলা দায়ের করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি অথবা তাহার উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ্যাডভোকেট বাবুর দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত 'আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

দরখাস্তকারিনীর
এ্যাডভোকেটবাবু
(ধনঞ্জয় ভড়)

শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Amitava Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biren Roy ও Lt. B. N. Roy সাং ত্রিবেণী, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Jaydeb Dey S/o. Nepal Krishna Dey ও Joydeb Dey S/o. N. K. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sabdul Molla, পিতা পয়মুদ্দিন মোল্লা, সাং ও পোঃ বীরপুর, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া ১৫.৩.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Sabdul Molla ও Sabldul Molla একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০৭.০৪.১৯৮৮

নাম-পদবী

১৬-১০-২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে No. 19829 Saptashree Kar ও Ayesha Khatun উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। ১৬-১০-২৩ থেকে Ayesha Khatun নামে পরিচিত হলাম ও হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিলাম।

নাম-পদবী

২৪-৭-২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে No. 12418 Kavita Paharin ও Kavita Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। ২৪-৭-২৩ থেকে Kavita Sekh নামে পরিচিত হলাম ও হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিলাম।

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয়, আমার মক্কেল শ্রী রামচন্দ্র পাল, পিতা স্বর্গীয় হারাধন পাল, হরিপাল থানার অন্তর্গত খামারচন্ডী গ্রাম নিবাসী স্থায়ী বাসিন্দা। হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ খামারচন্ডী (জে.এল. নম্বর-৭২) মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর. ৫৪৪/৯০৮ নম্বর দাগের সম্পত্তি হাল এল. আর. ২১৩১ নম্বর খতিয়ানে উদয় সিংহ রায়ের নাম বরাবর রেকর্ড ভুক্ত থাকা অবস্থায় পরলোক গমন করিলে হিন্দু ওয়ারিশান সূত্রে তাহার কন্যা সোহিনী সিংহ রায় তাহার মাতা অঞ্জনা সিংহ রায়কে গত ইংরাজী ২০২১ সালের ৪৮২৯ নম্বর পাওয়ার অফ এ্যার্টনী মূলে তাহার নিজ অংশ হস্তান্তর করিবার পর অঞ্জনা সিংহ রায় তাহার কন্যার অংশ সহ নিজ অংশ ২০২৪ সালের রেজিষ্ট্রীকৃত ৪০৪ নম্বর দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পালকে হস্তান্তর করিলে উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এ্যান্ড এল.আর. ও, হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
(Adv.)
Chinsurah Court
Reg. No.- WB-1593/2015

বিক্রিত জমি

আমি সীমা মণ্ডল, পিতা-নন্দ গোপাল মণ্ডল, স্বামী-সন্তোষ মণ্ডল, গ্রাম-গণেশপুর, পো.-কোবিলপুর, জেলা-বীরভূম, (মো. ৯১৫৩২২০৮২২)-এর স্থায়ী বাসিন্দা। দলিলদাতা ইংরাজি ২০২৩ সিউড়ি-১ এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্টারিকৃত ৭৬৩৩ নং. কোবলা দলিল। তিলপাড়া মৌজা জে. এল. নং.-১০ এল আর খতিয়ান নং.-১৬২১ ভুক্ত।

এল. আর. দাগ নং. ১২৯৩। ২.৮৬ শতক জায়গা রিয়া দাস, স্বামী-সৈকত মণ্ডল, গ্রাম-দুনাইপুর, পো.-পূর্ব কাদিপুর, থানা-লাভপুর। ২৭.১২.২০২৩ তারিখে ২৬৭৪ নং. কোবলা দলিল রিয়া দাসের কাছ থেকে ক্রয় করলাম। এই জমিটি রিয়া দাস ০৮.০৮.২০২৩ তারিখে মুনমুন ঘোষ, স্বামী-নিমাই ঘোষ, গ্রাম-সিউড়ি কল্পতরু পল্লি, পো. ও থানা-সিউড়ি, ইংরাজি ২০২২ সালে সিউড়ি এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৩৪৩ নং. আমমোক্তার দলিল ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার বন্দন ঘোষ, পিতা-সৃষ্টিধর ঘোষ, গ্রাম-খয়রাকুড়ি, পো.-আমজোলা পাহাড়ি, থানা-মহঃবাজার, তিলপাড়া মৌজা, এল.আর. দাগ নং. ১২৯৩, সিউড়ি-১, এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৬৭৪ নং. কোবলা দলিল ক্রয় করেন।

ইহাতে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন নীচের নম্বরে।

মো. ৯১৫৩২২০৮২২

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই মার্চ, ২ রা চৈত্র। সপ্তমী তিথি। শনিবার। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি র দশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ দিনটি অতীব শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ মার্চ ২০২৪ ২ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার

আদালত অবমাননার রুল জারি রাজ্যের মুখ্য ও স্বরাষ্ট্র সচিবের বিরুদ্ধে

দাড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্ত কেন হয়নি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাড়িভিটে গুলিতে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। কিন্তু তা গত ১০ মাসে কার্যকর না হওয়ায় রাজ্যের মুখ্য ও স্বরাষ্ট্র সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতির নির্দেশ, সশরীরে হাজিরা দিতে হবে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডিকে। আগামী ৫ এপ্রিল তাঁদের হাজিরা দিতে হবে হাইকোর্টে। স্বাভাবিকভাবে এই নির্দেশে অস্বস্তিতে রাজ্য।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাড়িভিট হাই স্কুল। অবরোধ, লাঠিচার্জ, ইট-পাথর ছোড়া থেকে শুরু করে বোমা-গুলিও চলে বলে অভিযোগ। ওই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মণ নামে দুই প্রাক্তন ছাত্রের। পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। যদিও পুলিশ ওই অভিযোগ অস্বীকার করে। ঘটনার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকেও রিপোর্ট দিতে বলা হয়। ২০২৩ সালের মে মাসে এনআইএ তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, দাড়িভিটের ঘটনায় বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ আগেই ছিল। তাই এনআইএ তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে।

এই দীর্ঘ সময়ে জরুরি নথি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে না দেওয়ায় তোপের মুখে পড়তে হয় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে। এই ঘটনারই প্রেক্ষিতে শুক্রবার হাইকোর্ট জানায়, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল ইস্যু করা হচ্ছে। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, আগামী শুনানিতে ওই অফিসারদের হাজির হয়ে জানাতে হবে কেন তঁদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে হাইকোর্ট পদক্ষেপ করবে না। ৫ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলায় দাড়িভিট এলাকার একটি স্কুলে উর্দু নয়, বাংলা বিষয়ের শিক্ষক চাই এই দাবিতে হইচই শুরু হয়। দাড়িভিটের স্কুলে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের এই আন্দোলন বিক্ষোভের মাঝেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় ছাত্রদের। পরবর্তীকালে হাইকোর্ট এই তদন্ত সিআইডিকে এনআইএ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু, সিআইডি কেন সেই মামলা এখনও পর্যন্ত হস্তান্তর করেনি, সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি।

বিজেপির পতাকা তুলে নিলেন অর্জুন সিং, খুশি সাংসদের বিধায়ক পুত্রও

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপিতেই যাচ্ছেন তিনি। স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার সন্ধের আগেই। শুক্রবার দিল্লিতে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির পতাকা তুলে নিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীও। দু'জনের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন অমিত মালব্য।

বিজেপিতে যোগ দিতেই রঙ বদলে গেল সাংসদের বাড়ি কাম অফিস জগদ্দলের মেঘনা মোড়ের মজদুর ভবন এলাকার। তড়িঘড়ি গেরুয়া পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা মজদুর ভবন চত্বর। আর বাবার বিজেপিতে প্রত্যাবর্তনে খুশি ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবনকুমার সিং। পবনের কথায়, দু'বছর আগে পরিস্থিতির চাপে তাঁর বাবা তৃণমূলে চলে গিয়েছিলেন। তখন তিনি কিছুটা কষ্টও পেয়েছিলেন। কারণ, একসঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করার সুবিধা হয়। তবে বাবা বিজেপিতে ফেরায় তিনি খুশি। পবনের দাবি, বিজেপিতে থাকাকালীন তাঁর বাবা যতটা সম্মান পেয়েছেন এত বছর তৃণমূলে থাকাকালীন তা পাননি। ব্যারাকপুরের প্রার্থী কে হবেন, সাংবাদিকদের সেই প্রশ্ন এড়িয়ে পবনের উত্তর, 'অপেক্ষা করুন। দু'একদিনের মধ্যেই দলীয় প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হয়ে যাবে।'

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে শিবির বদল করেছিলেন ভাটপাড়ার 'বাহুবলী' অর্জুন। বিজেপির টিকিটে জিতে সাংসদও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার কয়েক বছরের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে ফেরেন অর্জুন সিং। কিন্তু শাসক দলের সঙ্গে তাঁর সুর মিলছিল না। লোকসভা ভোটের আগে শাসকদলের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ও অর্জুন সিংয়ের দ্বন্দ্ব। তৃণমূলের জনগর্জন সভায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন অর্জুন সিং। ব্যারাকপুর থেকে টিকিট না পাওয়ায় তিনি যে দল ছাড়লেন তা-ও নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন।

সৃজন-সায়নীর ভোটযুদ্ধ, যাদবপুরে জমজমাট ভোটপ্রচারে 'সৌজন্যও'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তরুণ প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যকে লোকসভা ভোটে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে বামেদের তরফ থেকে টিকিট দিয়েছে দল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর নাম ঘোষণা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। সৃজনের বাড়ি কিন্তু যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রেই। কসবার হালতুতে। নাম ঘোষণা করা মাত্রই এলাকার বাম কর্মীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েন সৃজনের হয়ে ভোট প্রচারে। দিকে দিকে চোখে পড়ছে দেওয়াল লিখনের ছবি। আর সৃজন বলছেন, 'যাদবপুর জানে আমার প্রথম সব কিছু।'

প্রসঙ্গত, শেষ লোকসভা যাদবপুর থেকে লড়েছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সিপিএম নেতা তথা বরিষ্ঠ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। হারতে হয়েছিল তৃণমূলের তারকা প্রার্থী মিমি চক্রবর্তীর কাছে। যদিও এবার টিকিট পাননি মিমি। উল্টে যাদবপুর থেকে লড়ছেন আর এক তারকা প্রার্থী সায়নী ঘোষ। তিনি আবার ইতিমধ্যেই প্রার্থী হওয়ার জন্য সৃজনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলছেন, 'অল দ্য বেস্ট। তবে আমার লড়াই শুধু সৃজন বা অনির্বাণবাবুর বিরুদ্ধে নয়। লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে। বহিরাগত অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই।' পাল্টা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সৃজনও। বলছেন, 'আমি ওনার অল্প কিছু অভিনয় দেখেছি। অভিনয় ভাল লেগেছে। শুভেচ্ছা রইল। আমার মতোই তরুণ প্রজন্মের রাজনীতিবিদ। ভাল থাকুন।'

এর আগে সৃজনকে লড়তে দেখা গিয়েছিল বিধানসভা ভোটে। সিঙ্গুর থেকে হয়েছিলেন একুশের বিধানসভা ভোটের বাম প্রার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন তৃণমূলের বেচারাম মান্না, বিজেপির রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তবে পরাজয় মানতে হয় সৃজনকে। লোকসভা ভোটে লড়াইয়ের নিরিখে তিনি বেশ শিক্ষানবিশ। এদিকে ২০২৪-এর নির্বাচনে যাদবপুরে বিজেপির প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, তৃণমূল প্রার্থী সায়নীর বিরুদ্ধে লড়াইটা কী বেশ শক্ত হতে চলেছে এমন প্রশ্নের মুখেও সৃজন জানাচ্ছেন, 'যাদবপুর তৃণমূল সম্পর্কে বিরক্ত। যাদবপুর বোঝে যে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল একটা বোঝাপড়া করে রেখেছে। বিজেপি ফাইনালি তৃণমূলকে শাস্তি দেবে না। তৃণমূলের চোরগুলিকে ধরবে না। যাদবপুর বিকল্প খুঁজছে। তাই রোটি-কাপড়া-মাকানের দাবি নিয়েই আমাদের লড়াই।' এখানেই না থেমে ব্যক্তি রাজনীতির ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি সৃজন ভট্টাচার্য লড়াই করতে নামিনি। কাস্তে-হাতুড়ি-তারা সিপিআইএম লড়াই করতে নেমেছে। উল্টোদিকে কলা গাছ দাঁড়ালেও তৃণমূল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়ালেও তৃণমূল। ফলত, ব্যক্তি প্রার্থীকে নিয়ে আমার কোনও কথা বলার নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের সিম্বল, তৃণমূল কংগ্রেস দল, ওদের নীতি, সাংসদ মিলে যা গোলমাল হয়েছে তা তুলে ধরাই আমার কাজ।'

এদিকে যাদবপুরে যেহেতু তাঁর পড়াশোনা আর চেনা মুখের ভিড়ে ঘরের আসনে প্রার্থী হতে পেরে কতটা অ্যাডভ্যান্টেজে সৃজন এই প্রসঙ্গে বাম প্রার্থী জানান, 'আমি যাদবপুরের ছেলে, যাদবপুরে জন্ম, যাদবপুরে পড়াশোনা, যাদবপুরের রাস্তায় প্রথম সিগারেট, এখানেই প্রথম প্রেম, এখানেই প্রথম প্রেম ভাঙা। সেই একটা গান ছিল না এই শহর জানে আমার প্রথম সব কিছু। যাদবপুর জানে আমার প্রথম সব কিছু।' তবে নিজেকে ঘরের ছেলে বলে বাড়তি সুবিধা নিতে নারাজ। এরই রেশ ধরে তিনি এও জানান, 'চেনা এলাকা হওয়ায় বাড়তি কিছু সুবিধা করবে তো বটেই। তবে ঘরের ছেলে আমি বলতে চাই না। তাঁরা বলে যাঁদের রাজনীতি কম থাকে, ফলে আবেগে ধাক্কা দিতে হয়।'

ভোটমুখী কলকাতায় তিন জায়গায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার ৫৫ লক্ষ টাকা

গ্রেপ্তার ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার আগেই কলকাতার একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৫৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশ। বৃহস্পতি ও শুক্রবার, দু'দিনে এই টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বড়বাজার, বৌবাজার এবং পোস্তা এলাকা থেকে টাকা উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন জনকে। ধৃতদের নাম সৌরভ সিংহ, চন্দ্রমোহন ঠাকুর ও প্রদীপ সিংহ।

ছবি-প্রতীকি

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওয়ালার মাধ্যমে ওই টাকার লেনদেন চলছিল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে ওই তিন এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। বড়বাজারের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডে সৌরভ সিংহের কাছ থেকে ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে। পোস্তায় চন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। চন্দ্রমোহন বারুইপুরের বাসিন্দা। বৌবাজারে প্রদীপ সিংহের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিন জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই টাকা আয়কর দফতরের কাছে পাঠানো হবে। এত টাকার উৎস কী, তারই খোঁজ চলছে। চুরি বা কোনও অপরাধের মাধ্যমে এই টাকা অভিযুক্তেরা জোগাড় করেছেন কি না, খতিয়ে দেখবে পুলিশ। আয়কর দপ্তর দেখবে, কোনও তছরুপ হয়েছে কি না! আসন্ন লোকসভা ভোটে এই টাকা ব্যবহার হত কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হতে পারে।

২২ লাখ পরীক্ষার্থীর পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব হলেও সময় ও কষ্ট সাপেক্ষ: শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৬ সালের যে নিয়োগ হয়েছিল, সেই সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন করা কি সম্ভব? বৃহস্পতিবারই জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তার উত্তরেই শিক্ষা দপ্তর জানাল প্রায় ২২ লাখ পরীক্ষার্থীর পুনর্মূল্যায়ন করা সম্ভব। তবে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট তাদের কাছে নেই বলেও জানাচ্ছে শিক্ষা দপ্তর।

প্রায় ২২ লাখ পরীক্ষার্থীর পুনর্মূল্যায়ন করা সম্ভব জানিয়েছে এসএসসি। আদালত নির্দেশ দিয়ে পুনর্মূল্যায়নে কোনও আপত্তি নেই শিক্ষা দপ্তরের। তাহলেও প্রায় কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট তাদের কাছে নেই বলেই জানাচ্ছে তারা। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে এও বলা হচ্ছে, এই প্রায় ২২ লাখ পরীক্ষার্থীর পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব হলেও, এত পরীক্ষার্থীর পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। এদিকে ২০১৬ সালে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছিল, সেই গোটা প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়নের কথা ভাবছে হাইকোর্ট, এমনটাই জানানো হয় বৃহস্পতিবার। প্রয়োজনে নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দিতে পারে আদালত। এরপর কমিশনের তরফেও অবশ্য আদালতে জানিয়ে দেওয়া হয়, আদালত নির্দেশ দিলে পুনর্মূল্যায়নে কোনও আপত্তি নেই তাদের।

তবে এক্ষেত্রে সমস্যা একটা থেকেই যাচ্ছে। কারণ, শিক্ষা দপ্তর সূত্রে বলা হচ্ছে, তাদের নিজেদের কাছে কোনও ওএমআর শিট নেই। সিবিআই-এর দেওয়া ওএমআর শিটই এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র ভরসা। কমিশনও আদালতে একই কথা জানিয়েছিল। বলা হয়েছিল, সিবিআইয়ের দেওয়া ওএমআর শিটগুলিই কেবল তাদের কাছে রয়েছে। নিজেদের কোনও ওএমআর শিট নেই।

প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবারই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানির সময় এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। স্কুল সার্ভিস কমিশনের থেকে আদালত জানতে চেয়েছিল, কমিশনকে যদি আবার গোটা প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়নের জন্য বলা হয়, সেক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে কি না। জবাবে কমিশন জানিয়েছিল, তাদের কাছে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ইন্টারভিউয়ের নম্বর রয়েছে। কিন্তু ওএমআর শিট রয়েছে সিবিআইয়ের কাছে।

বানতলা চর্মনগরী সম্প্রসারণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকার বানতলা চর্মনগরী সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিচ্ছে। সেখানে নতুন করে লেদার হাব তৈরি হবে। কলকাতার এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'বানতলায় লেদার কমপ্লেক্সে আর জায়গা খালি নেই, যেখানে নতুন করে কোনও শিল্প সংস্থা বিনিয়োগ করতে পারে। অথচ চর্মশিল্পে রাজ্যে আরও বিনিয়োগ আসতে চাইছে এবং শিল্প সংস্থাগুলি চর্মনগরীতে জায়গা চাইছে। তাদের ঠাঁই দেওয়ার জন্য বানতলায় নতুন করে শিল্পতালুক গড়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী ওই তালুক গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে যাতে চর্মজাত পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করা যায় তারও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

মা উড়ালপুলে ফের দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাপ বাইক উল্টে আহত হলেন ২ জন। তাঁদের কলকাতা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (সিএনএমসি) ভর্তি করানো হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়দের কথায় জানা গিয়েছে, বাইকটি মা উড়ালপুল ধরে সায়েন্সসিটির দিক থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে যাচ্ছিল। তপসিয়ার কাছে বাইকটি উল্টে যায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে বাইকটি বুক করেছিলেন এক যাত্রী। দুর্ঘটনায় চালক এবং যাত্রী দু'জনেই গুরুতর আহত হয়েছেন। ওই সময়েই মা উড়ালপুল দিয়ে যাচ্ছিল লেক থানার ওসির গাড়ি। ওসি দুর্ঘটনাস্থলে যান এবং আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে নিজের গাড়িতে তুলে নেন। তিনিই পার্ক সার্কাসের সিএনএমসি-তে নিয়ে যান আহতদের।

দুর্ঘটনার ফলে মা উড়ালপুলের একাংশে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। তার পর যান চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়েছে।

'পুলিশ আদালতের নির্দেশ নিয়ে উপহাস করেছে'

হাইকোর্টের নির্দেশ না মানায় কড়া ভর্ৎসনা কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের নির্দেশ না মানায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল। পরবর্তী শুনানিতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়ে উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিপি-কে। আদালত সূত্রে খবর, একটি মোবাইল চুরির মামলায় তাঁকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ। আদালত অবমাননার সেই অভিযোগ শুনেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি এদিন এ প্রশ্নও তোলেন, 'আদালতের নির্দেশ কি খেলার জিনিস?'

ঘটনার সূত্রপাত,পঙ্কজকুমার দুগারের মোবাইল চুরির ঘটনায়। তাঁর মোবাইল চুরি যাওয়ার পর মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। ২০২২ সালের ওই মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কমিশনার নিজে সেই রিপোর্ট না দেওয়ায় অবমাননার অভিযোগ ওঠে। আবেদনে জানানো হয়েছিল, ১৮ জুন, ২০২২ তারিখে তাঁর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন কোথায়, তা জানাতে হবে মোবাইল সংস্থাকে। একই সঙ্গে ওই দিন আলিপুর পুলিশ কোর্ট থেকে হাজরা ক্রসিং ও কালীঘাট ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত পুরো এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছিল। আদালত পুলিশ কমিশনারকে যাবতীয় ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়। ওই মোবাইল সংস্থা থেকে তথ্য নিয়ে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশের পরেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। উল্টে পুলিশ কমিশনারের হয়ে কালীঘাট থানার ওসি রিপোর্ট দেয় আদালতকে।

এই প্রসঙ্গে আদালতের বক্তব্য, 'পুলিশ আদালতের নির্দেশ নিয়ে উপহাস করেছে।' এরই পাশাপাশি বিচারপতি মান্থা হুঁশিয়ারির সুরে জানান,'ভুলে যাবেন না, হাইকোর্টের ক্ষমতা কত।' সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, 'হাইকোর্টের অর্ডার না মানলেও চলবে বলে কি পুলিশ মনে করছে? কেন আদালত অবমাননার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেব না?' আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২২ মার্চ ওই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওইদিন সিপি-কে ভার্চুয়ালি হাজিরার জন্য তলব করা হয়েছে।

বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া, ভিজল কলকাতা থেকে জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হতে না হতেই প্রবল ভাবে বাড়ছিল গরম। কালবৈশাখীর আশঙ্কায় সতর্কতাও জারি করেছিল হাওয়া অফিস। শুক্রবারের সন্ধেয় প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, কলকাতা-সহ একাধিক জেলা। সঙ্গে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাত।

৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের টানা বৃষ্টিতে চারপাশের তাপমাত্রা সামান্য হলেও কমেছে। প্রসঙ্গত কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতাও ছিল। শুক্রবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ বৃষ্টি শুরু হয়।

হাওয়া অফিস বলছে রবিবার পর্যন্ত গোটা রাজ্যেই চলবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। উপকূলের জেলাগুলির পাশাপাশি সবথেকে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, দুই ২৪ পরগনাতে। এছাড়াও কলকাতার পাশাপাশি বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়াতে।শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন আংশিক মেঘল আকাশের দেখা মিলতে পারে। পাহাড়ের নিচের দিকে জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। শুক্রবার সকালে শহর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৬০ থেকে ৯১ শতাংশের আশপাশে। হাওয়া অফিস বলছে ছত্তিসগঢ় থেকে কর্নাটক পর্যন্ত বর্তমানে একটি অক্ষরেখা রয়েছে, সঙ্গে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত বঙ্গোপসাগরে। দুই মিলে মেঘলা আকাশের দেখা মিলছে বঙ্গে।

২ হাজার টাকার জন্য ভবানীপুরে ব্যবসায়ীকে খুন করতে সাহায্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভবানীপুরের ব্যবসায়ী খুনের নৃশংতা হতবাক করে দিয়েছে সকলকে। জোরকদমে চলছে তদন্ত। সূত্রের খবর, তদন্তে উঠে এসেছে খুনের ঘটনায় ধৃত সুমন দাস নাকি মাত্র ২ হাজার টাকার জন্য মূল অভিযুক্ত অনির্বাণকে সাহায্য করেছিল। পুলিশ সূত্র মারফত তেমনই জানা যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সুমনকে ২ হাজার টাকা দেবে বলে জানিয়েছিল অনির্বাণ গুপ্তা। সাধারণত ওষুধ ডেলিভারিতে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পেত সুমন। তবে বড় ডেলিভারি আছে সে কথা বলে বেশি টাকার লোভ দেখানো হয়েছিল সুমনকে।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, খুনের সময় ধৃত অনির্বাণ গুপ্তা তাঁর কুকুরটিকে একটি ঘরে রেখে দিয়েছিল। উল্লেখ্য, ভবানীপুরের ব্যবসায়ী ভব্য লখানি সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এলাকা থেকে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। ব্যবসায়ীর স্ত্রী সেদিনই থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। তদন্তে নেমে পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী ভব্য লখানির মোবাইল বিডন স্ট্রিট এলাকা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই নিমতায় হানা দেয় পুলিশ।

উদ্ধার হয় ব্যবসায়ীর দেহ। একটি বাড়ির জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে দেহ ফেলে পাঁচিল গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। দিন দুই আগে সেই দেহ উদ্ধারের পর, সেদিনই অনির্বাণ গুপ্তা ও সুমন দাসকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

সম্পাদকীয়

আমরা এখন বিশ্বায়িত হয়েও ধীরে ধীরে বিশ্ববিমুখ হয়ে পড়ছি

আমরা এখন প্রশ্নও করি না, তার কারণ প্রশ্ন করা বারণ। আন্দোলন, মিছিল, বিক্ষোভ তো দূরের কথা। আমরা সন্তান-সন্ততিদের শিখিয়েছি শুধু নিজেরটুকু বুঝে নিতে, ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়তে। যদি সমাজ-সচেতন হতেই হয়, তবে সমাজমাধ্যমে কয়েকটি উষ্ণ মন্তব্য করলেই যথেষ্ট। নিজেকে জড়ানো নৈব নৈব চ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমাদের শহরের ছাত্রছাত্রী, যুব সমাজ যে ভাবে আন্দোলন করেছিল, এখন আর সে রকম হয় না। ঠিক কথা, কিন্তু গা-বাঁচিয়ে চলা বাঙালি, তথাকথিত শান্তিপ্রিয় বাঙালি তাদের নির্বোধ আখ্যা দিয়েছিল। আন্দোলন না-করে কেরিয়ারে উন্নতির পরামর্শ দিয়েছে। বর্তমান সমাজ নিজেদেরকে ছাঁচে ঢেলে ফেলেছে। এখন সবাই দূর থেকে মন্তব্য করতে, ভিড়ের মধ্যে সাহসী হতে, সমাজমাধ্যমে বিপ্লবী হতে ভালবাসে। এখন আমরা বাসে যেতে যেতে যদি দেখি সামনে কোনও মিছিল বা অবরোধ চলছে, অত্যন্ত বিরক্ত হই। জানতেও চাই না, ওই মিছিল বা অবরোধের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে কি না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি সাহিত্যিক রোম্যাঁ রোলাঁ বলেছিলেন, যেখানে শৃঙ্খলা অন্যায়কে ধরে রেখেছে, সেখানে বিশৃঙ্খলা হল ন্যায়ের সূচনা (হোয়্যার অর্ডার ইজ ইনজাস্টিস, ডিজঅর্ডার ইজ দ্য বিগিনিং অব জাস্টিস)। সুতরাং, কোনও অন্যায়, অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যদি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদি হয়, তবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন বিক্ষোভ, আন্দোলন তো দূরের কথা, কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার অধিকারও বন্ধ করা হচ্ছে দুটো উপায়ে। এক, ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে রাখা হচ্ছে, যাতে কেউ প্রশ্ন করলেই তাঁর সামাজিক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। আর দ্বিতীয় হল, মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্রের (শিক্ষাব্যবস্থা, মুদ্রিতমাধ্যম, সমাজমাধ্যম) সাহায্যে কোনও রকম আন্দোলন, বিক্ষোভ ইত্যাদিকে ক্ষতিকর বা পিছিয়ে দেওয়ার সোপান হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া। সেই কারণে বর্তমানে মেধাবী ছাত্র ও যুবসমাজ যে কোনও রকম বিক্ষোভ, আন্দোলন থেকে সচেতন ভাবে নিজেদের দূরে রাখে। শুধু আলোড়ন তুললেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে যে মানবিক জবাবদিহির দায় থাকে, সেটা এড়িয়ে যাব কী করে? আমরা এখন বিশ্বায়িত হয়েও বিশ্ববিমুখ। কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে যে আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করে মানবিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সেটা কতটা সম্ভব, তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।

আনন্দকথা

আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি এ-পর্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্রদিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপালবাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা-৪টার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পৌঁছলেন। দেখিলেন, সেই পূর্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে একঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাস্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই, তিনি সভামধ্যে একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

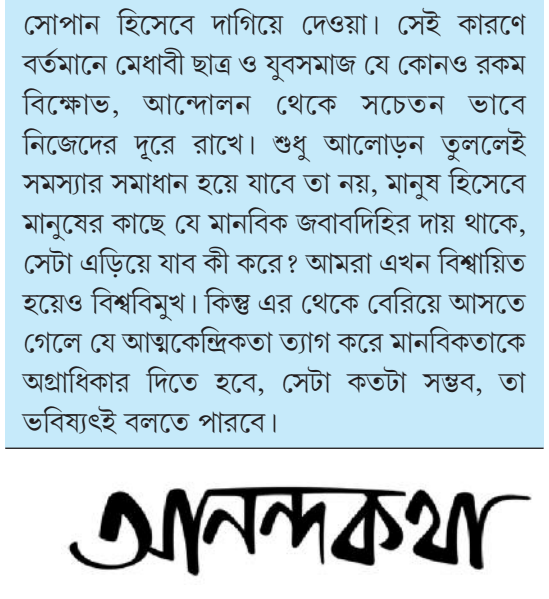

কবীর সুমন

১৯৪৯ *বিশিষ্ট গীতিকার ও গায়ক কবীর সুমনের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী তনুশ্রীশঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজপাল যাদবের জন্মদিন।*

CAA কেন প্রয়োজন

প্রদীপ মারিক

নাগরিকত্ব হল একটি আইনি মর্যাদা যা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের দ্বারাই ধারণ করা যেতে পারে এবং একজন ব্যক্তি যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা নির্ধারণ করে, যখন জাতীয়তা এমন একটি মর্যাদা যা প্রাকৃতিক এবং বিচারক উভয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে যা সত্তার প্রেক্ষাপটে যে অধিকার রয়েছে তা নির্ধারণ করে ভারতে জন্মগ্রহণ করলে, রক্তের সম্পর্ক, নাম নথিভুক্ত করে, দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে থাকে দেশবাসী। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল একটি পুরনো বিলের সংশোধিত রূপ। ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ এ এটি সংসদের উচ্চকক্ষে পাশ হয়েছে। কারা ভারতের নাগরিক, আগামীদিনেও কিভাবে কেউ ভারতের নাগরিক হতে পারবেন তার স্পষ্ট গাইডবুক এই সি এ এ। এই বিল শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য আনা হচ্ছে, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। CAA ও NRC একদম আলাদা বিষয়, দুটোকে কোনভাবেই এক নয়। ১৯৫০ সালে বাস্তবায়িত ভারতীয় সংবিধান সংবিধানের সূচনায় দেশের সমস্ত বাসিন্দাদের নাগরিকত্বের নিশ্চয়তা দেয় এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য করেনি। ১৯৫৫ সালে, ভারত সরকার নাগরিকত্ব আইন পাস করে , যার মাধ্যমে কিছু সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে ভারতে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত লোককে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। আইনটি বিদেশীদের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য দুটি উপায়ও সরবরাহ করেছিল। রাজীব গান্ধী সরকারের স্বাক্ষরিত আসাম চুক্তির পর ১৯৮৫ সালে আইনটি প্রথম সংশোধন করা হয়, যা কিছু শর্ত সাপেক্ষে ১৯৭১ সালের আগে আসা সমস্ত বাংলাদেশী অভিবাসীদের নাগরিকত্ব প্রদান করে। রাজীব গান্ধীর হাতে পুষ্ট NRC-র জন্মের ধারণায় ছিল অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব বাদ দেওয়া। সেখানে ঙ্খঙ্ঙ এর জন্মই হয়েছে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ধারণা থেকে। বিজেপি তার ২০১৯ সালের নির্বাচনী প্রচারে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এতে বলা হয়েছে যে হিন্দু এবং শিখদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিবেশী মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলিতে নির্যাতিত হয় এবং অমুসলিম উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্বের একটি পথ দ্রুত ট্র্যাক করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে বলা হয়েছিল, নাগরিকত্ব পেতে টানা এক বছর ভারতে থাকতে হবে। এ ছাড়াও বিগত ১৪ বছরের মধ্যে ১১ বছর ভারতে থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু সংশোধনী আইনে সেই ১১ বছরের সময়কাল কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে। ১৭ তম লোকসভা গঠনের পরে , কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৯, ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সংসদে প্রবর্তনের জন্য সাফ করেছে। বিলটি ১৭তম লোকসভায় ৯ ই ডিসেম্বর ২০১৯-এ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ দ্বারা উত্থাপন করা হয়েছিল এবং ১০ ই ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যরাতে বিরোধীদের দ্বারা বিলটি ফিলিবাস্টার করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাস করা হয়েছিল, পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩১১ জন এবং বিপক্ষে ৮০ জন। ১১ ই ডিসেম্বর ২০১৯ সালে রাজ্যসভায় ১২৫ টি ভোট এবং বিপক্ষে ১০৫ টি ভোট দিয়ে বিলটি পাস হয়েছিল। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসেই মোদী সরকার ঘোষণা করেছিল যে, ভারতে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হবে। সেই মতোই সংশোধনী বিল আনে কেন্দ্র সরকার। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়ে যায় সেই বিল। ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিলে সই করেন। যদিও কেন্দ্রের সিএএ মানতে নারাজ বিরোধীরা। সিএএ কার্যকর করা নিয়ে দীর্ঘ দিন কেন্দ্র সরকারের মধ্যেই টালবাহানা চলছে। অন্য দিকে, করোনা পর্বের আগে থেকেই দেশের নানা প্রান্তে সিএএ

বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। বিজেপি বিরোধী দলগুলিই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মতো বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সিএএ কার্যকরের বিরোধী। সিএএ নিয়ে কেন আপত্তি বিরোধীদের? উত্তর-পূর্ব ভারত থেকেই মূলত আপত্তি উঠেছিল সিএএ নিয়ে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, সিএএ কার্যকর হলে শরণার্থীদের ব্যাপক ভিড় বৃদ্ধি পাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। তার ফলে ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত সমস্যা প্রকট হতে পারে। নিজেদের ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থেই অনেকে সিএএ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। পাশাপাশি আইনে মুসলিমদের বাদ দেওয়া নিয়েও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শুধু তা-ই নয়, দক্ষিণ ভারতে সিএএ বিরোধিতার মূল কারণ, কেন তামিলদের উদ্বাস্তুদের বাদ দেওয়া হল ? ১১ ই মার্চ ২০২৪-এ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (CAA) নিয়মগুলিকে বিজ্ঞপ্তি দেয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং পার্সি শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে। বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে যে তিনটি দেশ - আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান - থেকে আসা অবৈধ অভিবাসীদের নির্দিষ্ট শ্রেণিকে অবৈধ অভিবাসী হিসাবে গণ্য করা হবে না, তাদের নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য করে তুলবে। এই অভিবাসীরা ভারতে প্রবেশের তারিখ থেকে ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাবে। ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে CAA-র কোনও সম্পর্ক নেই। এদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে ভারতীয় সংবিধানে। CAA বা এই সম্পর্কিত কোনও আইন তা খর্ব করতে পারে না। এই সম্পর্কিত ভুল তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। মুসলিম-সহ ভারতীয় নাগরিকদের উপর CAA-র কোনও প্রভাব পড়বে না। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে বিতাড়িত হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের জন্য CAA। ওই তিন দেশ বা অন্য কোনও দেশ থেকে আসা মুসলিম-সহ অন্য কোনও বিদেশি শরণার্থীদের জন্য CAA লাগু হবে না। পাসপোর্ট বা ভিসার মতো নথি না থাকলেও ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে। CAA-র মাধ্যমে এই শরণার্থীরা এমন সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য তাঁদের আবেদনের রাস্তা আরও মসৃণ হবে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের মুসলিমদের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে CAA গঠন করা হবে। বিগত বছরগুলিতে ওই দেশগুলি থেকে শতাধিক মুসলিমদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও যোগ্যতার বিচারে নাগরকিত্ব পাবেন তারা। ধর্মের বিচারে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। ২০১৪ সালে ইন্দো-বাংলাদেশ ছিটমহল সমস্যার সমাধানের পর ১৪, ৮৬৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় নাগরকিত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে হাজার হাজার মুসলমানও ছিলেন। পাকিস্থান বাংলাদেশ মায়ানমার দেশগুলি থেকে এদেশে এসে অবৈধ ভাবে বসবাস করা মুসলিমদের বিতাড়িত করা হবে না। কোনও নাগরিকের বিতাড়নের সঙ্গে CAA-র কোনও সম্পর্ক নেই। ১৯৪৬-এর বিদেশি আইন ও ১৯২০-র পাসপোর্ট আইন অনুযায়ী এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। বিদেশি নাগরিকদের ভারতে প্রবেশ এবং প্রস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এই দুই আইনের ভিত্তিতেই নেওয়া হয়। তাই, ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী যে কোনও বিদেশির জন্যই এই দুই আইন প্রযোজ্য। স্থানীয় থানা বা প্রশাসনের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই অনুপ্রবেশকারী বা অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ওই নাগরিককে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের তরফে সঠিক নথি-সহ মূল দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আবার ৩ দেশে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারের শিকার হওয়া হিন্দুরা কিন্তু CAA-র জন্য আবেদন করতে পারবে না। তাদের অন্য ধর্মের বিদেশি নাগরিকদের মতোই আগের পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে। CAA থাকলেও ১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী, তারা কোনও অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন না। বর্ণ, লিঙ্গ, রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য, ভাষা ইত্যাদির বিচারেও কি আবেদন করা যাবে CAA-র আবেদন করা যাবে না। CAA-র বিস্তৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিন পড়শি দেশের ছয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিদেশি নাগরিকরাই শুধু এই আবেদন করতে পারবেন। অন্য কোনও দেশের বিদেশি নাগরিক নাগরিকত্ব আইন (১৯৫৫) অনুযায়ী ন্যূনতম শর্ত পূরণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। CAA কোনও ভারতীয় নাগরিকের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। সব ভারতীয় নাগরিকরাই তাদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার পাবেন। কোনও ভারতীয় নাগরিককে তার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করবে না CAA। বরং, তিন পড়শি দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির শিকার বিশেষ বিদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্বের সুযোগ করে দেবে এই আইন। NRC-র সঙ্গে CAA-র কোনও সম্পর্ক নেই। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর থেকেই ১৯৫৫-এর নাগরিকত্ব আইনের সঙ্গে আইনত সংযুক্ত NRC। এবং ২০০৩ সালের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতেই এই আইন কার্যকরী সম্ভব। ভারতীয় নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি এবং জাতীয় পরিচয় পত্র সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গে তা জড়িত। বিগত ১৫-১৬ বছর ধরে এই আইন রয়েছে। CAA আলাদা করে এতে কোনও পরিবর্তন আনেনি। বিরোধীরা মুসলিমদের ডিটেনশন পাঠানো হবে বলে ভুল বোঝাচ্ছে। সিএএ বাতিলী জন্য বিরোধীরা বলে আসছে নাগরিকত্ব দেওয়াই যদি কেন্দ্র সরকারের আসল লক্ষ্য হয় তবে নতুন আইনের প্রয়োজন কেন পড়ছে? পাশাপাশি, আইনে মুসলিমদের বাদ দেওয়া নিয়েও আপত্তি তাদের, তাদের কথায়, এ ভাবেই 'নাগরিকত্ব' কেড়ে নেওয়া হবে? বিরোধীদের দাবি, সিএএ ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক নীতি বিরোধী। এই আইনের মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে 'বৈষম্য' সৃষ্টি করছে। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারের মতো দেশগুলিকে কেন বাদ দেওয়া হল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু সার্বিক ভাবে দেখলে দেখা যাবে CAA তে নাগরিকদের আইনি জটিলতা দূর করা, দীর্ঘ দিন ধরে অত্যাচারিত শরণার্থীদের সম্মান জনক ভাবে নাগরিকত্ব প্রদান, শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তথা বৈশ্বিক পরিচয়কে সুরক্ষিত করা। শরণার্থীদের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক অবাধ চলাফেরা সম্পত্তি কেনাবেচার মত অধিকার গুলিও সুরক্ষিত থাকবে। এই আইন সেই সব গোষ্ঠীর জন্য যারা বিভিন্নভাবে অন্য দেশে ধর্মীয় ভাবে অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে এবং ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন যাদের ভারত ছাড়া পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন আশ্রয় স্থল নেই, ভারতীয় সংবিধান মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মীয় ভাবে অত্যাচারিত শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার এবং নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী বিরোধীদের সব অবিযোগ নাকচ করে দিয়ে দাবি করেছে, এই আইন চালু হলে কোনও ভাবেই ভারতের কোনও নাগরিকের উপর প্রভাব ফেলবে না, সিএএ হল মোদি গ্যারান্টি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রচার শুরু হলেও কোথায় মৌসম, দল বদলের সম্ভাবনা, গুঞ্জন মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আজ, শনিবার ঘোষণা হবে লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ। তার আগেই অবশ্য রাজ্যের ৪২টি আসনের তৃণমূল প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনী প্রচার। অথচ মালদায় দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিলেও এখনও পর্যন্ত বেপাত্তা মালদার তৃণমূল নেত্রী তথা দলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুর। তাঁর অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে এখন মালদার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে দলবদলের জোর গুঞ্জন। চায়ের আড্ডা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মৌসুম নুরের দলবদলের সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা চলছে জোর কদমে। অনেক জায়গায় আলোচনায় বলা হচ্ছে তৃণমূল ছেড়ে হয়তো কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারেন মৌসুম নুর। সেই জন্য এখনও উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রচার শুরু হয়নি।

যদিও জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, সাংসদ মৌসুম নুর রাজ্যসভার অধিবেশনেণ দিল্লি গিয়েছিলেন। এখন তিনি কলকাতায় আছেন। খুব শীঘ্রই তিনি মালদায় ফিরবেন।

একসময় বিধায়ক থেকে তৃণমূলের সাংসদ হয়েছেন প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর ভাগ্নি মৌসম নুর। গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের প্রার্থী হয়েছিলেন মৌসুম নুর। কিন্তু তাঁকে বিজেপির কাছে পরাজিত হতে হয়। পরবর্তীতে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৌসুম নুরকে গুরুত্ব দিয়ে দলে রাজ্যসভার সাংসদদের দায়িত্ব দেন। এরপর তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব মৌসম নুরকে বিধানসভা, পুরসভা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিভিন্ন এলাকায় কোথাও দলের পর্যবেক্ষক, আবার কোথাও নির্বাচনী প্রচারের গুরু দায়িত্ব দিয়েছিল।

এদিকে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই দলের বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন সাংসদ মৌসুম নুর। তাঁর অনুগামীদের আশা ছিল, এবারে হয়তো উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হবেন মৌসুম নুর। কিন্তু দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, গোষ্ঠীকোন্দল, আভ্যন্তরীণ কলহ এবং দলের একটা বড় অংশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ না রাখার কারণে অসন্তুষ্ট রাজ্য নেতৃত্ব। যার ফলে উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি রায়গঞ্জের আইজি পদে কর্মরত ছিলেন। চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েই লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এ নিয়েও অসন্তোষ ছড়িয়েছে মৌসুম নুর অনুগামীদের মধ্যে। যদিও প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও সামাজিক মাধ্যমে এবং বিভিন্ন জায়গায় দলের প্রার্থী পদের বাছাই পর্ব নিয়েও ক্ষোভ তুলে ধরছেন কেউ কেউ।

তৃণমূলের জেলার মুখপত্র শুভময় বসু জানিয়েছেন, মৌসুম নুর দিল্লিতে রাজ্যসভার অধিবেশনে গিয়েছিলেন। এখন তিনি কলকাতায় রয়েছেন। খুব শীঘ্রই মালদায় ফিরবেন। তবে যে ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বিরোধীদের চক্রান্ত। বিরোধী দল বিজেপি দল বদলের একটা গুজব ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক আম্লান ভাদুড়ি জানিয়েছেন, মৌসুম নুরকে নিয়ে সব জায়গাতেই আলোচনা চলছে। আসলে তৃণমূলের কাছে হয়তো এখন ওনার প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই বহিরাগতদের প্রার্থী করে গুরুত্ব দিতে চাইছে ওরা। আর তৃণমূল যে অভিযোগ করছে তাতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাদের দলেরই একাংশ তলে তলে মালদার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর দাঁড় করানো নিয়ে নিজেদের ক্ষোভ মানুষের কাছে তুলে ধরছে। তাই এবারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী হবে বিজেপি।

এদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুরের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বেপরোয়া গাড়ির গতির বলি বালক, হাসপাতালে ক্ষোভ স্থানীয়দের, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: খেলার মাঠে বেপরোয়া গাড়ি চালকের গতির বলি হল এক বালক। মৃতের নাম প্রিয়ম প্রামাণিক (৬)। প্রতিবাদে হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভ উগড়ে দেন স্থানীয়রা। ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, আটক গাড়ি। ধৃতরা হলেন অভিনন্দন মুখোপাধ্যায় ও চন্দন রায়।

জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর শহরের নেতাজি নগর কলোনিতে তারামা খেলার মাঠে বিকেলে খেলা করছিল বড়দের সঙ্গে একদল বালক। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল একটি চারচাকা গাড়ি। তাতে ছিলেন গাড়ির মালিক ও তাঁর বন্ধু, গাড়িটি স্টার্ট না হওয়ার কারণে গাড়িটিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য মাঠে খেলা কয়েকজন যুবককে ডাকেন গাড়িচালকের বন্ধু চন্দন রায়। ওই যুবকরা গাড়িটি ঠেলার পর গাড়িটি স্টার্ট হয়ে যায়। এরপর হঠাৎ করেই গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে থাকা চন্দন রায় দ্রুতগতিতে মাঠের মাঝখানে যেখানে ছোটরা খেলা করছিল সেই বরাবর নিয়ে যেতে থাকে গাড়িটি। প্রিয়ম প্রামাণিক নামের বছর ছয়ের একটি বালককে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাকে নিয়ে আসে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক ক্ষোভের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরজুড়ে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। মৃত শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা কামনায় তারাপীঠে পুজো তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক সুস্থতা কামনা করে তারাপীঠে মা তারার কাছে পুজো দিয়ে প্রার্থনা জানালেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পাঁচজন কোর কমিটির সদস্য। শুক্রবার সকালে তারাপীঠে বৈঠক শেষে পুজো দেন রামপুরহাটের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র কুটির ও বস্ত্র শিল্প মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ির বিধায়ক তথা কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, জেলা যুব নেতা তথা কোর কমিটির অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ।

পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগেই মক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হল হাওড়ায়। গত মঙ্গলবার জয়পুরের চিরনবীন ও নেহেরু যুব কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ১৪-২৯ বছর বয়সী যুবক-যুবতীদের নিয়ে একটি মক পার্লামেন্ট ও একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় চারটি বিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল।

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদশুক্রবার সাতসকালে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বুদবুদের কোটা মোড় সংলগ্ন এলাকায়। দু' নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে কোটা মোড় ও পানাগড় সেনা ছাউনির ৩ নম্বর গেটের মাঝে শুক্রবার সকালে পথচারীরা রাস্তার ধারে একটি ঝোপের পাশে মহিলার মৃতদেহ পরে থাকতে দেখে বুদবুদ থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, বুদবুদ থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর পীযুষকান্তি লায়েক সহ পুলিশ আধিকারিকরা। মৃতদেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

ডায়মন্ড হারবারে চিকিৎসকের মৃত্যুতে তদন্তভার সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবারে চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তভার হাতে নিল সিআইডি। পুলিশি হেপাজত শেষ হওয়ায় শুক্রবার দুপুরে ধৃত রিয়া দাস ও তাঁর স্বামী অভিজিৎ দাস সহ তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল বাকিবিল্লা বোরহানিকে পুনরায় ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের চারদিনের হেপাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় সিআইডি। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। তবে এফআইআর তালিকায় নাম থাকা এখনও তিন অভিযুক্ত অধরা। এঁদের মধ্যে পুলিশের এক মহিলা সাব ইন্সপেক্টরের নামও রয়েছে বলে খবর। তাকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে ধৃত রিয়ার এক আত্মীয়, নিরপেক্ষ তদন্ত করে সঠিক বিচার চেয়েছেন। অভিযোগকারীর আইনজীবী সুদীপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, চারদিনের হেপাজতের আবেদন জানিয়েছে সিআইডি। এখনও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। গোটা বিষয়টি তদন্তের মধ্যে রয়েছে। বুধবার আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন মৃত চিকিৎসকের মেয়ে এবং স্ত্রী। অন্যদিকে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছে বিজেপি ও আইএসএফ নেতৃত্ব। ডায়মন্ড হারবারের

বিজেপি নেতা অলোক নস্কর বলেন, 'সিআইডি তদন্তেও আমাদের ভরসা নেই। আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। শুনছি এক মহিলা পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের নাম রয়েছে। কোনও এক প্রভাবশালী নেতা ওই আধিকারিককে আড়াল করে চলেছেন। আমরা চাই সব অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আইএসএফ সহ সভাপতি শাহাদাত শাহ বলেন, 'এই ঘটনায় মাত্র ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের কেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এতেও কি তৃণমূল নেতাদের মদত রয়েছে! সিআইডি তদন্তে কি হয়, সেদিকেই আমরা তাকিয়ে রয়েছি।'

শান্তিপূর্ণ সাধারণ নির্বাচনের লক্ষ্যে পথে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে শনিবারের দুপুরে। তবে তার আগেই ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। আসন্ন লোকসভা ভোটে শান্তিপূর্ন সাধারণ নির্বাচনের লক্ষ্যে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল আর্মড বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে জেলা জুড়ে সমস্ত থানা এলাকায় শুরু হয়েছে

রুটমার্চ। জেলার সমস্ত থানার পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সের সহযোগিতায় ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করছেন। এছাড়া ও এলাকার অপরাধমূলক বা সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে নজরদারি চালানো হচ্ছে সর্বত্র। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, নদিয়া জেলাশাসক এস অরুণপ্রসাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) এবং গ্রামীণ, ডিএসপি এবং কোতোয়ালি থানার আধিকারিক কে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালি থানার বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ করেন।

অন্য দিকে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ, এসডিপিও তেহট্ট ও পলাশিপাড়া এবং তেহট্ট থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রুটমার্চ করেন। এখনও পর্যন্ত নদিয়া জেলায় মোট আট কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার কথা থাকলেও এক কোম্পানি করে এসে পৌঁছেছে। আর তাদের নিয়েই প্রতিনিয়ত চলছে রুট মার্চ এবং সাধারণ ভোটারদের আশ্বস্ত করার কাজ। অবাধ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে প্রস্তুত নদিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচন দপ্তর।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনায় পাথর চাপুড়ী দাতা বাবার মাজারে চাদর চড়ালেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনায় পুজো কর্মীদের

ধাত্রীগ্রাম বৃহস্পতিবার রাতে গুরুতর আহত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে শুক্রবার সকালে ধাত্রীগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তারামা মন্দিরে পুজো দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। হাজির ছিলেন ধাত্রীগ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চৌধুরী, শিক্ষক নেতা প্রতাপ রায় সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

পাশাপাশি এদিন বর্ধমানে প্রতিটি ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মীরা মা সরমালা মন্দিরে এবং খক্কর সাহেবের মাজারে ও গুরুদুয়ারায় পুজো দেন। বর্ধমান শহর তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে গিয়ে পুজো দেয় এবং পাঁচবার মন্দিরের পরিক্রমা করে। তারপরেই খক্কর সাহেব মাজারে তাঁরা চাদর চাপান এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা কামনায় প্রার্থনা করেন।

নিখোঁজ বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: চারদিন নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার নিজেরই বাড়ির অদূরে একটি খালের জলে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার মাছখান্ডা এলাকায়। এলাকাবাসীদের কাছে খবর পেয়ে রায়না থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম মাবুদ মণ্ডল, বয়স ৮৪ বছর। বাড়ি মাছখান্ডা গ্রামেই। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, চারদিন আগে অনেক রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর ওই বৃদ্ধকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের পক্ষ থেকে রায়না থানায় একটি মিসিং ডাইরিও করা হয়। এরপর এদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে কিছু পড়ুয়ার চোখে পড়ে স্থানীয় দেবখালের জলে একটি দেহ ভাসছে। বৃদ্ধের দৃষ্টি শক্তি কম ছিল। পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্য ঠিক ছিল না। রাতের অন্ধকারে বুঝতে না পেরে কোনও ভাবে খালের জলে পড়ে গিয়ে থাকতে পারেন। রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে দাবি পুলিশের।

শুকনো পাতায় আগুন না লাগানোর প্রচার পুলিশ ও বন দপ্তরের

অজয় দেবগন ও কাজলের শুটিং করার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে অধিকাংশ এলাকায় বিশালাকার জঙ্গলে পাতা ঝরার মরশুমে প্রতিবছরেই শুকনো পাতায় কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ। আগুন যাতে না লাগানো হয় তার জন্য শুক্রবার গ্রামে গ্রামে প্রচার করল ছোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। তার সঙ্গে ছিল বন দপ্তরও। প্রসঙ্গত, অজয় দেবগন ও কাজলের এখানে শুটিং করার কথা রয়েছে।

জানা গিয়েছে, আউশগ্রামে আদুরিয়ার জঙ্গলে পাতা ঝরার মরশুমে আগুন লাগলে তা এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে দেরাদুনে ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার স্যাটেলাইটে ধরা পড়ে। প্রতি বছর নিয়ম করে আউশগ্রামের জঙ্গলের শুকনো পাতায় প্রথমে আচমকা কোনও ভাবে আগুন লাগে, তারপর তা দাবানলের মতো জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে বলে দাবি। রাস্তা লাগোয়া জঙ্গলেই মূলত আগুন লাগে বেশিরভাগ সময়। তারপর ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে বিশালাকার ধারণ করে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের দাবি, কেউ বা কারা অসৎ উদ্দেশ্যে জঙ্গলের শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে দেন। তাই এবার আগেভাগেই ছোড়া ফাঁড়ির আইসি ত্রিদিব রাজ গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালান। কারণ আদুরিয়া জঙ্গলে এখন ৪ মার্চ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি চলচিত্রের শুটিং চলবে। বলিউড, টলিউডের নামী সুপারস্টাররা আসা যাওয়া করছেন। অজয় দেবগন ও কাজলের এখানে শুটিং করার কথা রয়েছে। তাই তার আগে জঙ্গলে যেন আগুন না লাগানো হয়, তার জন্য আগেভাগে সতর্ক করল পুলিশ। আগুন লাগানোর বিষয়ে জানতে পারলেই তার বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। এমনটাই পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।তাছাড়া আগুন লাগলে ময়ূরের যেমন ক্ষতি হবে, ঠিক তেমনই জঙ্গলে বসবাস করা অন্যান্য জীবজন্তুরও ক্ষয়ক্ষতি হবে। পাশাপাশি আদুরিয়া জঙ্গলে ইন্ডিয়ান উলফ বা হেঁরোল, খরগোশ, অজগর, বনমুরগি, বনবিড়াল, প্রভৃতি প্রাণীরও বেশি সংখ্যায় দেখা মিলছে। হেঁড়লের সংখ্যাও আগের থেকে বেড়েছে। পাশাপাশি এখন আউশগ্রামের বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায় প্যাঙ্গোলিন, সজারু প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং জঙ্গল সুরক্ষিত রাখাটা অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছেন পর্যটকদের একাংশ। সেখানে আগুন আগলে জীবজন্তুর ক্ষতির আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ভাঙ্গর শাখা
ভাঙ্গর বাজার, ভাঙ্গর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **গোপাল চন্দ্র মণ্ডল,** পিতা-৺রজনীকান্ত মণ্ডল, **এম. ডি. এস. এস. (মিনি ডিপোজিট)** পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক-এর ভাঙ্গর শাখায় কর্মরত ছিলেন,গত ০৮.০৯.২০২০ তারিখে অব্যাহতি নিয়েছেন। এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, মিনি ডিপোজিট MDSS প্রকল্প সম্বন্ধীয় কোনো দাবি থাকলে, তা যেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কে জানানো হয়। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের পর থেকে কোনো দাবি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করবে না।

তারিখ : ১৬.০৩.২০২৪, ভাঙর **বরিষ্ঠ প্রবন্ধক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

এটিভিএম সহায়তাকারী নিয়োগ

সি২০৬/ইউটিএস/এটিভিএম/ফেসিলিটেটর/১/২৪

আদ্রা ডিভিসনে ০৫ (পাঁচটি) স্থানে (**আদ্রা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, গড়বেতা, চন্দ্রকোনা রোড**) **৩১.০৩.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত** মেয়াদের জন্য এটিভিএম-এর প্রসার এবং যাত্রীদের এটিভিএম-এর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শিক্ষিত করতে এটিভিএম সহায়তাকারী নিয়োগ করা হবে। **www.ser.indianrailways.gov.in**-এ বিশদ পাওয়া যাবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।**

(PR-1242) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

SBI **এসবিআই বেলেঘাটা শাখা,** ২৫এ, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০০১০

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই বেলেঘাটা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাংক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : সৌরভ দে

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২২.০৩.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	গ্রস ওজন ৭১.২৬০ নিট ওজন ৬৪.১৩০	১টি নেকলেস
২.	২২.০৩.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	গ্রস ওজন ৪১.১৪০ নিট ওজন ৩৭.০০০	১টি মানতাসা
৩.	২২.০৩.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	গ্রস ওজন ৪৮.৯৫০ নিট ওজন ৪৪.০০০	১টি সীতাহার

তারিখ: ১৬.০৩.২০২৪,
স্থান: বেলেঘাটা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI **এসবিআই বানিতবলা শাখা (০৬৭৮৭)**
পোস্ট - যদুবেরিয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া-৭১১৩১৬ ইমেল : sbi.06787@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. - 30920586641 (HBL) 38799238251 (HBL-TOPUP)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৮.০১.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিকাশ চন্দ্র বাগ, পিতা প্রয়াত বাদল চন্দ্র বাগ গ্রাম এবং পোস্ট - বাসুদেবপুর, থানা - উলুবেরিয়া, জেলা - হাওড়া-৭১১৩১৬,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৬৭,৮২৩.৮৫ টাকা (সাত লাখ সাতষট্টি হাজার আটশ তেইশ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) টাকা ০৮.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ মার্চ ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বানিতবলা শাখা, ৭,৬৭,৮২৩.৮৫ টাকা (সাত লাখ সাতষট্টি হাজার আটশ তেইশ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) টাকা ০৮.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ বাস্তু পরিবর্তিত এলাকা ৭.২৫ শতক (মেমো নং এলআর-৬/১৬৩০/১/(৩)/এলআর(ইউ) তারিখ ০৬.০৮.০৯, বি এল এবং আর ও উলুবেড়িয়া-২, কেস নং ৪৫/উলু/-২/০৯)- ৪৫ শতক থেকে কমবেশি এবং তদস্থিত যেকোনও নির্মাণ, মৌজা বাসুদেবপুর, জেএল নং ৯৩, দাগ নং ৬৬৭, ৬৬৯, (বাস্তু জমি অঞ্চলই কেবল পরিবর্তিত) খতিয়ান নং ৪৬২৩, অবস্থিত গ্রাম : বাসুদেবপুর, থানা : উলুবেড়িয়া,জেলা : হাওড়া,দলিল নং : ০২৬০২, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা ২৩৫২ থেকে ২৩৬৫, -২০০৭ সালের, এডিএসআরও - উলুবেড়িয়া।
সম্পত্তি শ্রী বিকাশ চন্দ্র বাগ, পিতা প্রয়াত বাদল চন্দ্র বাগ এর নামে।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১১.০৩.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান - বানিতবলা, হাওড়া **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, www.pnbindia.in

ব্যাঙ্কের ভেহিকেল বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২ (দুটি) ভেহিকেল বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করছে। ভেহিকেলের বিস্তারিত নিম্নে বর্ণিত হল।

ক্রম নং	রেজিস্ট্রেশন নং	মেক এবং মডেল	রং	তৈরির বছর	ইঞ্জিন নং	চ্যাসিস নং	বিক্রির মূল্য (টাকা)
১.	WB58L3650	মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লি, এমএএক্সএক্স ১১০ রিজিড, ২ডব্লিউডি, বিএস-III	সাদা	২০০৯	GB94E26317	MAINV2GBK93F71537	৬০৫০০.০০ টাকা
২.	WB57B5030	মাহিন্দ্রা বোলেরো, ম্যাক্সি ট্রাক বিএস-III	সাদা	২০১২	GLC1L76728	MAIZP24LKC3L53257	৩০০০০.০০ টাকা

বিস্তারিতর জন্য দেখুন ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.pnbindia.in
কোনও সংশোধনী/সংযুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নিয়মিত আমাদের ওয়েবসাইট দেখতে আপডেটের জন্য।

সার্কেল হেড

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
অশোকা ডিজাইনস এলএলপি-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**অশোকা ডিজাইনস এলএলপি**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৮.০১.২০১৮
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	AAL-7509
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রিন্সিপাল অফিসের ঠিকানা (যদি কিছু থাকে)	১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, শ্রী টাওয়ার, ৩য় তল, (দক্ষিণ), স্যুট ২০১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৬
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১২.০৩.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	১২.০৩.২০২৪ (নির্দেশ কপি গৃহীত হয়েছে ১৩.০৩.২০২৪ তারিখে)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত লিকুইডেটরের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	বৃন্দা বিদাসারিয়া IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, ২য় তল কলকাতা - ৭০০০১৩, **cabrindadalmia@gmail.com**
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, ২য় তল কলকাতা - ৭০০০১৩, **ashoka.cirp@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১২.০৪.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **অশোকা ডিজাইনস এলএলপি**-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ **১২.০৩.২০২৪**।
অশোকা ডিজাইনস এলএলপি-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১২.০৪.২০২৪** তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
যদি কোনও স্টেকহোল্ডার লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন তার দাবি জমা না দেয়, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৮ ধারা অধীনে জমা দিতে হবে।

স্বা/-
শ্রীমতি বৃন্দা বিদাসারিয়া
মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি-লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত

তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ফর্ম জি
আগ্রশ প্রকাশ আহ্বান
বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
নিউ দিল্লিতে জমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিযুক্ত অফিস কলকাতা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	**প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম**	**বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড CIN :** U70200WB2018PTC228606
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ইউনিট নং ৭০৯, ৮ম তল মার্লিন ইনফিনাইট, ডিএন-৫১, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০৯১ **বুক অফ অ্যাকাউন্টস :** ট্রিনিটি টাওয়ার, ৫ম তল, রুম নং ৬, ৮৩, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০৪৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	জমি পরিমাপ ৯.২৬২৫ একর অবস্থিত গ্রাম - টিগরা, ঘাটা এবং নাঙ্গলি উমরপুর তহশিল এবং জেলা গুরগাঁও, হরিয়ানা
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	গত নিরীক্ষত আর্থিক বর্ষ ২০২২-২৩ অনুযায়ী পরিমাণ - নেই কার্যাদি থেকে রাজস্ব - আইএনআর ১,৫৯,৪০০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	https://drive.google.com/drive/folders/1pPsaGz_cp3y31WUQSqKvk4L0ZM_9C4ek?usp=drive_link
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	https://drive.google.com/drive/folders/1pPsaGz_cp3y31WUQSqKvk4L0ZM_9C4ek?usp=drive_link
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	**৩১ মার্চ ২০২৪**
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	**৮ এপ্রিল ২০২৪**
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	**১৩ এপ্রিল ২০২৪**
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	**১৬ এপ্রিল ২০২৪**
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	**১৮ এপ্রিল ২০২৪**
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**১৮ মে ২০২৪**
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**cirp.varutha@gmail.com**

অনিল কুমার মিত্তাল
বরুথা ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং : IBBI/IPA-002/IP-N00742/2018-2019/12263
আইবিবি রেজি ঠিকানা - ৫/৯৯, সেক্টর - ২, রাজেন্দর নগর সাহিবাবাদ, জেলা - গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ - ২০১০০৫
যোগাযোগের ঠিকানা - সেন্ট্রাল প্লাজা ৮ম তল, রুম নং ৭০৮ ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ **ইমেল :** cirp.varutha@gmail.com
এএফএ নম্বর : AA2/12263/02/130924/202855| **এএফএ বৈধ** ১৩.০৯.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ১৬.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

৪ পড়ুয়াকে শাসনের দাবি

স্কুলে চড়াও পরিবার, শিক্ষককে মারের অভিযোগ, বাঁচানোয় সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: কয়েকজন পড়ুয়াকে শাসন করার দাবিতে ওই পড়ুয়াদের পরিবারের লোকজন স্কুলে চড়াও হন বলে অভিযোগ। শিক্ষককে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় কিছু অভিভাবক শিক্ষককে বাঁচাতে গেলে তাঁদের সঙ্গে হামলাকারীদের সংঘর্ষ বেঁধে যায় বলে দাবি। শুক্রবার বিকেলে আউশগ্রামের শিবদা গ্রামে এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিএসপি ক্রাইম সুব্রত মণ্ডল, আউশগ্রাম থানার আইসি আব্দুরর খান সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

অভিযোগ, শিবদা কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অপূর্ব মণ্ডলকে এদিন বেশকিছু লোকজন স্কুলে চড়াও হয়ে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করেন। জানা গিয়েছে, এই স্কুলে ১২৭ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন। একজন শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। এদিন স্কুল ছুটির আগে পড়ুয়াদের কিছুক্ষণ খেলাধুলো করতে বলেন শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষক অপূর্ব মণ্ডলের দাবি, দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়ারা যখন খেলা করছিল, তখন ওই ক্লাসের চারজন পড়ুয়া অন্যান্য সহপাঠীদের ব্যাগ থেকে পেন, পেন্সিল ইত্যাদি বের করে নেয়। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের জানানোর পর ওই চারজন পড়ুয়ার কাছ থেকে সেগুলি উদ্ধার হয়। এরপর ওদের কাছ থেকে সেগুলি নিয়ে ফেরত দেওয়া হয় বাকিদের। অপূর্ববাবুর দাবি, 'অন্যায়ের বলি এই বিষয়টি নিয়ে যেন তারা একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া ঝামেলা না করে। আর ওই চার পড়ুয়াকে বলা হয় পরেরদিন যেন তাদের অভিভাবকরা দেখা করেন।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এরপর স্কুলে ছুটি হয়ে যায়। শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুল বন্ধ করে যখন স্কুল ছেড়ে বেড়িয়ে আসছিলেন, তখনই ওই চার পড়ুয়ার বাড়ির লোকজন ও আত্মীয়স্বজন মিলে প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন স্কুলে চলে আসেন। অভিযোগ ওঠে তাঁরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অপূর্ব মণ্ডলকে আটকে গালিগালাজ করতে থাকেন। মারধরও শুরু করেন বলে অভিযোগ। তখন পাশাপাশি বাড়ির মহিলা পুরুষ সবাই বেড়িয়ে আসেন। তাঁরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের বাঁচাতে প্রতিরোধ করেন। দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এরপর খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে হামলাকারীরা পুলিশকে দেখেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে দাবি।

'পার্সোনাল বিষয়ে এখন কথা বলব না', প্রচারে বিয়ে প্রসঙ্গে কাঞ্চনের বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: শুক্রবার শ্রীরামপুরের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হুগলির রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ব্যাট ধরলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। নিজে হাতে লিখলেন দেওয়াল। অংশ নিলেন প্রচারে। কিন্তু, বিয়ের কথা উঠতেই, স্পিকটি নট। সাফ কথা, 'পার্সোনাল জিনিস নিয়ে এখন কথা বলব না।'

শুক্রবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে এসে কোন্নগরে দেওয়াল লিখতে দেখা যায় উত্তরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ককে। কল্যাণের জয়ের ব্যাপারে যে তিনি আশাবাদী তাও বললেন সোচ্চারেই। কাঞ্চনের কথায়, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো জিতবেনই। ওনার কাজ নিয়ে তো নতুন করে বলার কিছু নেই। শ্রীরামপুরের সব মানুষ জানেন উনি কেমন কাজ করেছেন।' শুধু কল্যাণ নয়, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ের বিষয়েও আশাবাদী তিনি। খোঁচা দিলেন লকেটকে। বললেন, 'লকেটকে বোধহয় খুব কম দেখা গিয়েছে গত পাঁচ বছরে। সেখানকার মানুষও সেটা জানে। কিন্তু, টিভিতে হোক বা যেখানেই বলুন, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে মানুষকে নিয়ে কাজটা করেন, দিদিদের নিয়ে

মায়েদের নিয়ে কাজ করেন, তাতে আমার মনে হয় সহজেই মানুষের কাছে যেতে পারবেন। আমার মনে হয় উনিই জিতবেন।'

প্রসঙ্গত, সদ্য তৃতীয় বিয়ে সেরে ফেলেছেন কাঞ্চন। কিছুদিন আগেই রীতিমতো জাঁকজমক করে বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজকে। তাঁদের বয়সের পার্থক্য, বিয়ের আমন্ত্রণপত্রে 'প্রেসে নিষেধাজ্ঞা' নিয়ে বিস্তর চর্চা-বিতর্কও হয়। এদিন বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই একেবারে আঙুল দেখিয়ে কাঞ্চন বলেন, 'এটা আমার পার্সোনাল লাইফ। আমি তো প্রচারে এসেছি। পার্সোনাল জিনিস নিয়ে এখন কথা বলব না। আমার ব্যক্তিগত বিষয়ের থেকে অনেক বড় একটা লোকসভা ভোট সামনে রয়েছে। তাই মা-মাটি-মানুষের সরকারের দিকে তাকিয়ে আগে সেটা নিয়ে ভাবা উচিত।'

ভোটের প্রচারে ইন্দ্রনীলের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের। ভোটের প্রচারে গিয়ে ইন্দ্রনীলের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী। ইন্দ্রনীল নিজে বলেছেন, এমন অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চান না তিনি। তবে ডেপুটি মেয়র বলেন, 'আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শুক্রবার লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রচারে বেরিয়ে বলেন, 'চন্দননগর বিধানসভায় একজন গায়ক আছেন। উনি তৃণমূলের গায়ক। মঞ্চে মঞ্চে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। উনি দুর্নীতি করে বেড়ান, কাজ করেন না। সিঙ্গুরে মোহর নামে বাড়ি বানিয়েছেন। আমরাও খোঁজ নিচ্ছি, কোথা থেকে এত সোনার মোহর এল।' লকেট প্রশ্ন তুলেছেন, 'বিধায়ক এত টাকা কোথা থেকে পান? সিবিআই-ইডির কাছে সব তথ্য রয়েছে। যখন তাঁরা চন্দননগরের ঘরে ঘরে ঢুকবেন, তখন বুঝতে পারবেন।' লকেটের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা অনেক কিছুই বলবে। আমাদের কাজ হল গুরুত্ব না দিয়ে কাজ করে যাওয়া। তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা যে কী কাজ করছেন, ব্যালট বক্সে আগেও আমরা প্রমাণ পেয়েছি, এবারও পাব।'

চন্দননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল পালটা প্রশ্ন তোলেন, লকেট চট্টোপাধ্যায় পাঁচ বছর কোথায় ছিলেন? তাঁর দাবি, লকেটের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে সিবিআই ও ইডি ওঁদের হাতেই আছে। তিনি আরও বলেন, 'বাড়ি সবার আছে। কেউ রেল স্টেশনে থাকেন না। নির্বাচনী হলফনামায় যে তথ্য আছে, সেখান থেকেই পরিষ্কার হিসেব পাওয়া যাবে চন্দননগরের বিধায়কের সম্পত্তির। উনি যে ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন তাতে অবশ্যই দলের সঙ্গে কথা বলে আইনি ব্যবস্থা নেব।'

গোপীবল্লভপুরে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে রাজন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: 'শেষ হাসি হাসবে সাধারণ মানুষ, শেষ খেলা তৃণমূল কংগ্রেস খেলবে।' ঝাড়গ্রাম লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী কালিপদ সরেনের সমর্থনে গোপীবল্লভপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নির্বাচনী প্রচারে এসে ঝাড়গ্রাম লোকসভার তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের ব্যাপারে এরকমই মন্তব্য করলেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদার।

তৃণমূলের নয়া প্রজন্মের নেত্রী রাজন্যা হালদার এদিন ঝাড়গ্রাম লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী কালিপদ সরেনের সমর্থনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীদের নিয়ে দেওয়াল লিখনে হাত লাগান। অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাক্তন ছাত্র নেতা লোকেশ কর, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সত্যরঞ্জন বারিক, গোপীবল্লভপুর এক ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি দীপঙ্কর দে, আনন্দ বাড়ি, স্নেহাশিস দাসের উপস্থিতিতে এদিন রাজন্যা হালদার প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে তুলির টান দেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, 'শেষ হাসি হাসবে সাধারণ মানুষ, শেষ খেলা খেলবে তৃণমূল

কংগ্রেস।'

পাশাপাশি গত ২০১৯ এর লোকসভা ভোটে বিজেপির জেতা সিট ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের জেতা যে নিশ্চিত তা দাবি করে বলেন, 'দলের নেতা কর্মীরা সারাবছর মাটি কামড়ে পরিশ্রম করেছেন তাই মানুষ তার বিচার অবশ্যই করবে।' পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলায় কুড়মি ভোট প্রসঙ্গে বলেন, 'সারাবছর পড়াশোনা করলে পরীক্ষার সময় পড়াশোনা করতে হয় না।'

পারিবারিক অশান্তিতে স্ত্রীর নাকে বঁটি চালানোর অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীর নাকে বঁটি চালানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তালপাতা এলাকায়।

জানা গিয়েছে, মেমারির ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তালপাতা এলাকার বাসিন্দা সুলতানা খাতুনের স্বামী শেখ ওবাইদুল পেশায় গাড়িচালক। প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত বলে দাবি স্থানীয়দের। স্ত্রীকে মারধর করতেন বলেও অভিযোগ রয়েছে স্বামীর বিরুদ্ধে। স্বামীর বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের অভিযোগও জানান স্ত্রী সুলতানা খাতুন। স্থানীয় নেতৃত্বরা স্ত্রীর ওপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য স্বামীকে একটি প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেন বলে দাবি। আর সেই নিয়েই আবারও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বুধবার সন্ধ্যায় অশান্তি চরমে পৌঁছলে অভিযোগ স্বামী শেখ ওবাইদুল ধারালো বঁটি চালিয়ে দেন স্ত্রীর নাকে।

স্ত্রী সুলতানা খাতুনের অভিযোগ, সেই রক্তাক্ত অবস্থাতেও তাঁকে চিৎকার করতে বারণ করেন তাঁর স্বামী। কোনও রকমে স্বামীর হাত থেকে পালিয়ে চিৎকার

চেঁচামেচি করতেই ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তড়িঘড়ি তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনার পর বৃহস্পতিবার মেমারি থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্ত্রী সুলতানা খাতুন।

সন্দেশখালি কাণ্ডে কাঁকসায় প্রতিবাদ মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে কাঁকসায় প্রতিবাদ মিছিল করলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন দুর্গাপুর পূর্ব ৪ নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে কাঁকসার রাজবাঁধ স্টেশন থেকে ব্যানার পোস্টার নিয়ে মিছিল করে বিজেপি কর্মীরা। এদিন মিছিল রাজবাঁধ স্টেশন থেকে শুরু করে আশপাশের এলাকা ঘুরে কাঁকসার রাজবাঁধ বাসস্ট্যান্ডের সামনে এসে শেষ হয়। বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে আয়োজিত মিছিলের নেতৃত্ব দেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপির বিধায়ক লক্ষণ ঘরুই সহ জেলার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

বিধায়ক লক্ষণ ঘরুই জানিয়েছেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনেও প্রচারে সন্দেশখালির ঘটনার কথা তুলে ধরা হবে। রাজ্যজুড়ে মহিলাদের ওপর নির্যাতন করেছে তৃণমূল। সন্দেশখালির ঘটনায় যাঁরা প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে তাঁরা পথে নেমেছেন। লক্ষণ ঘরুইয়ের ভাইপো দলেরই কর্মীর মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্দেশখালির ঘটনায় তৃণমূলকে দোষারোপ করার আগে তাঁর ভাইপোকে খুঁজে এনে পুলিশের হাতে তুলে দিক, তার পরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পথে নামুক। লক্ষণ ঘরুইয়ের বিরুদ্ধে পালটা মন্তব্য করেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার।

প্রযুক্তি শিক্ষার বিপ্লবে টিংকারিং ল্যাব আরামবাগ হাইস্কুলে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: শুক্রবার আরামবাগ হাইস্কুলে উদ্বোধন হল অটল টিংকারিং ল্যাব। ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা দিতেই এই ল্যাব তৈরি হয়।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্র সরকার নীতি আয়োগ দেশের স্কুলগুলোতে এটিএল ল্যাব চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশজুড়ে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ওপর জোর বাড়াতেই এই উদ্যোগ। আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। পড়ুয়াদের বর্তমান সময়ের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতেই আনন্দদায়ক প্রযুক্তি শিক্ষনের উদ্যোগ নেওয়া হয়

আরামবাগ হাইস্কুলে। এই ল্যাব গড়ে তোলার জন্য সরকারের তরফে গ্র্যান্ট ধার্য করা হয়েছিল। সেই ফান্ড থেকেই ল্যাব গড়ে ওঠে। তবে স্কুলে ল্যাবের নিরাপত্তাজনক বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারের নীতি আয়োগ থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই স্কুলে পৌঁছে গিয়েছে। রুটিনের মধ্যে ল্যাবের ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উৎসাহের সঙ্গে পড়ুয়ারা ল্যাবের ক্লাসে অংশ গ্রহণ করবে বলেই দাবি।

এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র রায় বলেন, 'বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি ব্যবহারে পড়ুয়াদের সড়গড় হয়ে উঠতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই স্কুলের পঠনপাঠন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এই ল্যাব স্কুল পড়ুয়াদের প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে সহায়তা করবে। বর্তমান সময়ের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলবে। এদিন তাই এই আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য ল্যাবের উদ্বোধন হল।'

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের মহারাজ অভূতানন্দজী মহারাজ, আরামবাগ অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা, আরামবাগ), আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল রমাপ্রসাদ রায়, চিকিৎসক সুব্রত ঘোষ, এসআই অফ স্কুল রথীন বিশ্বাস সহ স্কুলের অন্যান্য সহকারী শিক্ষকসহ ছাত্রছাত্রীরা।

punjab national bank

[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) বি ও : দক্ষিণ শহরতলী বেহালা (০৭১৭২০) খ) শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) শ্রী অলোক মুখার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা) সাকিন : ফ্ল্যাট নং ৪এ, বিশ্বকর্মা অ্যাপার্টমেন্ট, ১৬৩, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পর্ণশ্রী পল্লি, থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪এ, পঞ্চম তলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪২ বর্গফুট, সমপরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১০৯৪ বর্গফুট, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক বারান্দা এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পরিমাণ কমবেশি ১২০ বর্গফুট, উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত প্রেমিসেস নং ১৮২, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, ডাক ঠিকানা : ১৬৩, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পর্ণশ্রী পল্লি, থানা : পর্ণশ্রী,কলকাতা : ৭০০০৬০।	ক) ৩০.১০.২০২৩ খ) ১৪.০৩.২০২৪ গ) ৪৯,৭৭,৫৪৬.৫৫ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ সাতাত্তর হাজার পাঁচশ ছেচল্লিশ টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) টাকা ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ।
২.	ক) বি ও : বাঘাযতীন স্টেশন (২১৮১২০) খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স বুলবুল এন্টারপ্রাইজ স্বত্বা: শ্রী সুমার্জিত বণিক, জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণ : শ্রী সঞ্জীব বণিক এবং শ্রী সুমার্জিত বণিক এ/১৬৯, বাঘাযতীন কলোনি পল্লি, থানা : পাটুলি,কলকাতা : ৭০০০৯২।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি কার পার্কিং স্পেস এরিয়া ১১০(একশো দশ) বর্গফুট কমবেশি তিনতলা ভবনে অবস্থিত মৌজা: বাদেরপুর, ইপি নং ১০৩১ এবং ১০৩৬/এ, এসপি নং ৩২১ এবং ৩২১/১, সিএস প্লট নং ৫৯৯(অংশ), জেএল নং ৩৪, থানা : যাদবপুর, বর্তমানে পাটুলি, প্রেমিসেস নং ৬৮এ/২৮৭, রাজা এস সি মল্লিকরোড (ডাক ঠিকানা : এ/২, বাঘাযতীন কলোনি), কলকাতা : ৭০০০৯২, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৬ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি সুমার্জিত বারিকের নামে। উক্ত প্রেমিসেস-এর চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট কলোনি রোড, পূর্বে : ই পি নং ১০৩৭ এবং ১০৩৭এ; পশ্চিমে : ই পি নং ১০৩৬/এ; দক্ষিণে : ই পি নং ১০৩৫। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের মেজাইক মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট একতলায় উত্তর দিকে পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ২২০ বর্গফুট, ১ বেড রুম, এবং ১ টয়লেট উক্ত তিনতলা ভবনে এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১৩ ছটাক, মৌজা রাইপুর,সিএস প্লট নং ৫৬৫(অংশ) এবং ৫৬৬(অংশ),ই পি নং ৯৭৯, এস পি নং ৬২৪, জেএল নং ৩৩, থানা : যাদবপুর, বর্তমানে পাটুলি, কলকাতা র ৭০০০৯২, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি যৌথমালিকানাধীন : শ্রী সুমার্জিত বণিক এবং শ্রী সঞ্জীব বণিক । উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট কলোনি রোড,পূর্বে : ই পি নং ৯৭৯/এ; পশ্চিমে : ই পি নং ৯৭৮; দক্ষিণে: ১০ ফুট কলোনি রোড।	ক) ০৬.১২.২০২৩ খ) ১৩.০৩.২০২৪ গ) ৫০,৩১,৯০৮.৩৮ টাকা (পঞ্চাশ লাখ একত্রিশ হাজার নশো আট টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) টাকা ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ।
৩.	ক) বি ও : হাজরা রোড খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী এবং শ্রী সুনীল কুমার চক্রবর্তী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অবস্থিত ৪০৭, তালপুকুর রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর , কলকাতা : ৭০০০৬১ এবং সিএস দাগ নং ১৬০৪, খতিয়ান নং ১০১৩,জেএল নং১৭, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, আরএস নং ৪৮৬, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ১-১৮১৮/১৯৭৯ তারিখ ০৩.১২.১৯৭৯। ভবন কমবেশি ৩ কাঠা ৫ ছটাক। মৌজা নং ৪০৭, তালপুকুর রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১। **উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষের জমি, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : দাগ নং ১৬০৩, দক্ষিণে : শ্রী অমল চক্রবর্তীর সম্পত্তি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকার সুনী কুমার চক্রবর্তী।**	ক) ০৭.০৯.২০২৩ খ) ১১.০৩.২০২৪ গ) ৪১,৮৩,৩৪৭.৫০ টাকা (একচল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার তিনশ সাতচল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ।
৪.	ক) বি ও : সন্তোষপুর (০১৪৬২০) খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় ৭৫, ব্লক সি, নেতাজি নগর কলোনি, পিয়ালী টাউন, বারুইপুর, কলকাতা : ৭৪৩৩৮৭	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ আর আপ এবং আর প্লট জমি অবস্থিত জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা : বারুইপুর, বাস্তুজমি পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ৯ ছটাক ২৮ বর্গফুট, এবং তদস্থিত ১২০ বর্গফুট আর টি শেড নির্মাণ ই পি নং ৭১, সিএস এবং আরএস প্লট নং ১৫৩৫৭(অংশ), ১৫৩৬৬(অংশ),১৮৭৭০(অংশ), মৌজা : বারুইপুর, বাস্তু জমি, জেএল নং ৩১, মাদারহাট পঞ্চায়েত অধীন, ডিএসআর -আলিপুর, **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : ইপি -৭৬, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ইপি-৭০, পশ্চিমে : ইপি -৭২। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি বর্ণালী চট্টোপাধ্যায়।**	ক) ১৯.১২.২০২৩ খ) ১৪.০৩.২০২৪ গ) ১১,৪২,২৫৭.০০ টাকা (এগার লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুশো সাতান্ন টাকা) টাকা ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ।
৫.	ক) বি ও : রায় বাহাদুর রোড খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি রাখী রায় এবং শ্রী মিন্টু রায়	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এ,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০৫ বর্গ ফুট, ৪র্থতলে,প্রেমিসেস নং ৪৮-১, ডাক প্রেমিসেস নং পি-৪২, সেনহাটি কো-অপারেটিভ কলোনি, থানা : বেহালা, মৌজা : পাঁজাসাহাপুর, জেএল নং ৯, আরএস নং ১৮০, সিএস খতিয়ান নং ৪২১/১, আরএস খতিয়ান নং ২০৯/১, দাগ নং ৮৪৮, প্লট নং ৪২, কলকাতা : ৭০০০৩৪, **চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : কালি সরকার এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : ৪৮ সেনহাটি কলোনি, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, পশ্চিমে : কল্যাণী সেনগুপ্ত এর জমি এবং ভবন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি রাখী রায় এবং শ্রী মিন্টু রায়।**	ক) ১৮.১০.২০২৩ খ) ১২.০৩.২০২৪ গ) ৩২,৫৬,৩৬৭.৬৯ টাকা (বত্রিশ লাখ ছাপান্ন হাজার তিনশ সাতষট্টি টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) টাকা ০১.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ।
৬.	ক) বি ও : গড়িয়া (ই-ইউএনআই) (০১৪৩২০) খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অর্ক এজেন্সি স্বত্বা : শ্রী অর্কদ্যুতি দত্ত পিতা শ্রী সুনীল দত্ত, ৭৭এ/৩৯, রাজা এস সি মল্লিক রোড গাঙ্গুলি বাগান, কলকাতা : ৭০০০৯২। **শ্রী অর্কদ্যুতি দত্ত (স্বত্বা:)** পিতা শ্রী সুনীল দত্ত এবং নন্দিতা দত্ত, ডি/৮১, বাপুজি নগর, যাদবপুর, পো : রিজেন্ট এস্টেট, থানা :যাদবপুর,কলকাতা : ৭০০০৯২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান নং ২ বিল্ট আপ এরিয়া ৩০০ বর্গফুট কমবেশি দক্ষিণ পূর্বদিকে একতলায় পাঁচতলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির উক্ত প্রেমিসেস নং ১০৪/বি,রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, মৌজা : বৈষ্ণবঘাটা, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ৫৬/১৫১, সিএস দাগ নং ৩৩২, সিএস খতিয়ান নং ৩২৮, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০০, অ্যাসেসি নং ২১১০০০৮১৫৭৫৯, থানা : যাদবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **জামিনদাতা শ্রীমতি নন্দিতা দত্ত** এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১-০২৩৮৩-২০১২ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ২৮.০৬.২০১২, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৮৭-১০৩। **জমি প্রেমিসেস দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দিকৃত:** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১০৪, রাজা এস সি মল্লিক রোড, দক্ষিণে : পূর্বে : রাজা এস সি মল্লিক রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১০৪/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড।	ক) ০৫.১২.২০২৩ খ) ১৫.০৩.২০২৪ গ) ৮৫,৪৭,৫২০.২৪ টাকা (পঁচাশি লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশ কুড়ি টাকা এবং চব্বিশ পয়সা) টাকা ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ।

তারিখ : ১৬.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**মহম্মদ ওয়াজিদ এবং ইফাত পারভিন** ৩৬ পিলখানা থার্ড লেন এসি মার্কেট হাওড়া : ৭১১১০১, **আরও ঠিকানা :** পূর্তি ফ্লাওয়ার্স ফ্ল্যাট নং ৮এফ, ব্লক লোবেলিয়া, ৯মতল, হোল্ডিং নং এইচ৪/৬৯ নিউ স্ট্রিট নামে বি বি টি রোড,চকমিরা জলকল,থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪১ **আরও ঠিকানা :** ৩/২০ মৌলনা আবুল কালাম আজাদ সরণি, কলকাতা : ৭০০০১১	তপশিল "সি" **অংশ -১ : দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধক** **অংশ : ২ :** **স্বত্ব দলিল দ্বা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ১১৩১৭৫ থেকে ১১৩২২৯, দলিল নং ১৬০৭০৩৫৪৯-২০১৮ সালের, অ্যাডিশনাল সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : মহম্মদ ওয়াজিদ এবং ইফাত পারভিন।** **প্রথম তপশিল উক্ত উল্লেখিত প্রেমিসেস** **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ জমির পরিমাণ ১৩ বিঘা ৫ কাঠা ৬ ছটাক ২৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং এইচ৪-৬৯/নিউ স্ট্রিট নামে বি বি টি রোড, দাগ নং ৪৪৯/৭১৪, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৫৪, ৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৩৪৬, ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৩৯৫/৮০৫ নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ৩১৬, ১৭০, ৪৬৩, ৪৭৮, ২৮৯, ৪০৯, ৪৫৮, ১৯৬, ৩১৬, ৪৭৮, পূর্বতন এলআর খতিয়ান নং ১১৭৫, ১১৭৭ এবং চালু এলআর খতিয়ান নং ১৯৪৩, জেএল নং ৮, মৌজা : চকমিরা, পরগনা : বালিয়া, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ৩৭৮, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৪; **দক্ষিণে :** বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৩৮৭, ৩৯১, ৩৯২, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৬৫, ৩৯৩, ৩৮৬, ৩৮৫; **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৪৪১, ৪৪৫, ৪৪৬। **দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত মতে (নির্ধারিত ইউনিট)** **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ ফ্ল্যাট ইউনিট নং লোবেলিয়া ৮এফ-ধরনের নির্ধারিত মানের মোট বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯১.৫ বর্গফুট কমবেশি (মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩২২ বর্গফুট নবম তলে, ব্লক লোবেলিয়া সংশ্লিষ্ট ভবন কমপ্লেক্সে উক্ত প্রেমিসেসে এবং একটি মাঝারি মাপের মোটর কার পার্কিংয়ের অধিকার সহ এরিয়া ৫০ বর্গফুট (খোলা) কমবেশি একতলার সমান্তরাল উক্ত প্রেমিসেসে।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১১.০৩.২০২৪ এনপিএ তারিখ ০৫.০৩.২০২৪	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৭৩৪৮৮৫৮৯১৫ এবং হোম টপ আপ লোন এ/সি নং ৪০৭৭১১০৭১৮৬ ৪৫,২১,৮৪৪ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ একুশ হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা) ০৮.০৩.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৬.০৩.২০২৪
স্থান - বেহালা, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কেসিআর-কন্যা কবিতা আটক, জিজ্ঞাসাবাদে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছে ইডি

আবগারি দুর্নীতি মামলা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: দিল্লির মদের দোকানের লাইসেন্স বিলি সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (কেসিআর) কন্যা তথা ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র বিধান পরিষদ সদস্য কে কবিতাকে আটক করল ইডি। তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানাচ্ছে, শুক্রবার দুপুর থেকে কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। তার পরেই তাঁকে আটক করা হয়।

কবিতাকে দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত বছর জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। তবে সম্প্রতি তিনি ইডির তলব এড়িয়ে গিয়েছেন। এই মামলার চার্জশিটে ইডির অভিযোগ, দিল্লির তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী মদ সংক্রান্ত নীতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া আবগারি নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যে

ব্যবসায়িক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন কবিতা তার ৬৫ শতাংশের মালিক!

গত ডিসেম্বরে সিসৌদিয়ার ঘনিষ্ঠ হিসাবে অমিত আরোরা নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। সূত্রের খবর, তখনই তারা জানতে পারে এই মামলায় যুক্ত রয়েছেন কবিতাও। এ ব্যাপারে পরবর্তী কালে তদন্ত এগোলে জানা যায়, কবিতার দু'টি ফোনে অন্তত ১০ বার 'আন্তর্জাতিক মোবাইল ইক্যুইপমেন্ট পরিচিতি' বদলানো হয়েছে। সেই সময়ে কবিতাকে জেরা করেছিল দিল্লি মদকাণ্ডের আর এক তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

সূত্রের খবর, আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে কবিতাকে হায়দরাবাদের ব্যবসায়ী অরুণ রামচন্দ্র পিল্লাইয়ের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন ইডি আধিকারিকেরা। গত বছরের মার্চে ইডি বর্ণিত 'দক্ষিণ লবি'র অন্যতম অরুণ গ্রেফতার হয়েছিলেন। তার আগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন বিবি গোরান্তালা নামে হায়দরাবাদের এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। অভিযোগ, অরবিন্দ কেজরীওয়াল সরকারের আবগারি নীতির 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিবর্তন' ঘটাতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অন্ধ্রের শাসকদল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সাংসদ এম শ্রীনিবাসুলু রেড্ডি এবং হায়দরাবাদের ব্যবসায়ী শরৎ রেড্ডি ওই 'দক্ষিণ লবি'র অন্যতম মাথা বলে ইডির দাবি।

লালুপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র তেজপ্রতাপ অসুস্থ, ভর্তি করানো হল পাটনার হাসপাতালে

পটনা, ১৫ মার্চ: বুকে ব্যথা অনুভব করায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হল রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের জ্যেষ্ঠপুত্র তেজপ্রতাপ যাদবকে। সূত্রের খবর, তেজপ্রতাপকে পটনার রাজেন্দ্রনগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

শুক্রবার আচমকাই তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তার পরই তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সূত্রের খবর, বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন লালু-পুত্র। শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল। বৃহস্পতিবারই বক্সারে একটি সাধারণ পাঠাগারের উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন তেজপ্রতাপ। লালু-পুত্রের একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে তাঁকে হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো। যদিও সেই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

‘অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযৌক্তিক মন্তব্য’

সিএএ নিয়ে আমেরিকার উদ্বেগ-বার্তার জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। তারা জানিয়েছে, এই আইন কী পদ্ধতিতে ভারতে প্রয়োগ করা হবে, তার দিকে ওয়াশিংটনের তরফে নজর রাখা হয়েছে। আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের মুখ পাত্রের সিএএ নিয়ে বক্তব্যের পরেই জবাব দিল নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আমেরিকার উদ্বেগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনের বার্তাকে 'অযৌক্তিক' বলেছে ভারত। সিএএ-তে ভারতের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলেও উল্লেখ করেছে নয়াদিল্লি।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখ পাত্র শুক্রবার জানিয়েছেন, সিএএ প্রসঙ্গে আমেরিকা যা বলেছে, তা 'অযৌক্তিক, ভুল তথ্য দ্বারা পরিচালিত এবং ভুল জায়গায় প্রযুক্ত'। ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘সিএএ মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। তা কেড়ে নেওয়ার আইন নয়। এই আইনে মানুষের রাষ্ট্রহীনতা, অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষার কথা বলে। এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। দেশের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি এবং মানবাধিকারের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে তৈরি। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন এবং পারসিক সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মানুষ ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় দেয় সিএএ।’’

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও বলেছেন, 'আমরা মনে করছি, আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রক সিএএ নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তা ভুল তথ্য দ্বারা পরিচালিত, ভুল জায়গায় প্রযুক্ত এবং অযৌক্তিক।'

এর আগে আমেরিকা সিএএ নিয়ে বলেছিল, 'গত ১১ মার্চ ভারত সরকার সিএএ নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, আমরা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই আইন কী ভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে, আমরা তার দিকে নজর রেখেছি। ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আইনে সব সম্প্রদায়ের সমান অধিকার মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতি।' দুপুরে তারই জবাব দিল ভারত।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিল না শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: নতুন দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ স্থগিত রাখতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নয়া সরকারি নিয়মটির উপর স্থগিতাদেশ জারি করতেও অস্বীকার শীর্ষ করল আদালত। আদালত জানিয়েছে, কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়ে তারা কোনও আইনকে স্থগিত করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ আরও বলেছে, নয়া দুই নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ স্থগিত করতে লিখিত আবেদন করতে হবে। এই বিষয়ে, মৌখিক আবেদন আদালত গ্রহণ করবে না। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই (১৪ মার্চ), দুই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্তা, জ্ঞানেশ কুমার এবং সুখবীর সিং সান্ধুকে দুই নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এক কমিটি।

নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের এই কমিটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এর আগে, নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং প্রধান বিচারপতি থাকতেন। ২০২৩ সালে এক আইন জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। নয়া আইন অনুসারে, নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন প্রধান

বিচারপতি। তাঁর বদলে, প্রধানমন্ত্রীর বাছাই করা এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে এই কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার, প্রথমবার এই কমিটি বৈঠকে বসেছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কমিটিতে জায়গা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিরোধীদের অভিযোগ, এর ফলে এই বাছাই কমিটিতে প্রথম থেকেই সরকার পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকছে। ফলে, কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রাক্তন আইএএস অফিসার জ্ঞানেশ কুমার কেরলের বাসিন্দা আর সুখবীর সিং সান্ধু পঞ্জাবের। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সহযোগিতা মন্ত্রকের সচিব পদ থেকে অবসর নেন জ্ঞানেশ কুমার। সুখবীর সিং সান্ধু ছিলেন উত্তরাখণ্ড সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব। ১৯৮৮ ব্যাচের এই আইএএস অফিসার চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি অবসর নিয়েছেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি অবসর নেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অনুপচন্দ্র পান্ডে। গত ৮ মার্চ আকস্মিক পদত্যাগ করেন অরুণ গোয়েল। ফলে, দুইজন নির্বাচন কমিশনারের পর ফাঁকা পড়েছিল। নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে আছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। আজ, শনিবার দুপুর ৩ টের সময় ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে।

‘আগের চেয়ে এই সিস্টেম ভালো’, ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে সরব নির্মলা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ: বহু বিতর্কের পর প্রকাশ্যে এসেছে ইলেক্টোরাল বন্ডের তথ্য। আর সেই তথ্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। এবার সেই প্রসঙ্গে মিলল কেন্দ্রের প্রথম প্রতিক্রিয়া। মুখ খুললেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

জানালেন, এই ব্যবস্থা আগের যে সিস্টেম তার চেয়ে ভালো। তাঁর মতে, এর আগে রাজনৈতিক দলগুলোর কোষাগারে অনুদান জমা করার যে পদ্ধতি ছিল তা সম্পূর্ণ ঠিক ছিল না।

নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তথ্য থেকে পরিষ্কার, শীর্ষস্থানীয় ৩০টি সংস্থার মধ্যে ১৫টি সংস্থা যারা রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থা পদক্ষেপ করেছে। অর্থমন্ত্রীর মতে, সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপ ও তাদের চাঁদা দেওয়ার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া আসলে নিছক ধারণামাত্র। তাঁর কথায়, দএটাও তো হতে পারে সংস্থাগুলি চাঁদা দিয়েছিল। পরে ইডি তাদের দরজায় কড়া নেড়েছে। এটা তো স্রেফ ধারণামাত্র যে ইডি তাদের দোরগোড়ায় গিয়েছিল বলেই তারা নিজেদের বাঁচাতে চাঁদা দিয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল, আপনারা নিশ্চিত তারা বিজেপিকেই চাঁদা দিয়েছে। সম্ভবত তারা স্থানীয় দলগুলিকেই অনুদান দিয়েছে।

এদিন এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'মামলাটি আদালতের বিচারাধীন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তথ্য পেশ করেছে এসবিআই। এর আগে যে ব্যবস্থা ছিল, সেটা কি ১০০ শতাংশ ঠিক ছিল? সেটার থেকে এই সিস্টেম ভালো। সেই কারণেই ইলেক্টোরাল বন্ড আনা হয়েছে। এই পদ্ধতিও নিখুঁত নয়। তবে আমরা সেই সিস্টেম থেকে সরে আসতে পেরেছি, যেখানে যে যা খুশি করতে পারত।' নির্মলার কথায় উঠে আসে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, 'উনি নির্বাচনী বন্ড এনেছিলেন। বলেছিলেন, এটা আগের সিস্টেমের থেকে ভালো।'

রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট কেরলে, তিরুঅনন্তপুরমে ভাগ্য নির্ধারণ পুতিনের

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ মার্চ: রাশিয়ায় চলছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার জন্য ভোটগ্রহণ হল কেরলে! রুশ নাগরিকরা লাইন দিয়ে এসে ভোট দিলেন তিরুঅনন্তপুরমে। বিদেশবিভুঁইয়ে থেকেও দেশের গণতন্ত্রের উৎসবে যোগ দিতে পেরে তাঁরা বেজায় খুশি। রুশ দূতাবাসে গিয়ে ব্যালট পেপারে ভোট দিলেন সকলে।

কেন হঠাৎ কেরলে আয়োজিত হল রাশিয়ার ভোটগ্রহণ? তিরুঅনন্তপুরমের রাশিয়ান হাউসের অনারারি কনসাল জেনারেল রাথেশ নায়ার জানিয়েছেন, ভারতে থাকা রুশদের জন্যই এই ব্যবস্থা। রাশিয়ার যেসমস্ত নাগরিক দীর্ঘদিন ধরে ভারতে রয়েছেন বা যেসমস্ত রুশ পর্যটক ভারতে ঘুরতে এসেছেন, তাঁরা যেন ভোট দিতে পারেন সেকথা মাথায় রেখেই কেরলে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাশিয়ার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেই আয়োজিত হয়েছে পুরো ভোট প্রক্রিয়া।

তবে এই প্রথমবার নয়। এর আগেও দুবার রাশিয়ার ভোটগ্রহণ হয়েছে কেরলে। রাথেশের কথায়, 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যেভাবে ভারতে থাকা রুশ নাগরিকরা অংশ নিয়েছেন, তাতে আমি খুবই খুশি।' ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট

দিয়েছেন রুশ নাগরিকরা। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পেরে খুশি উলিয়ার মতো সকলেই। উলিয়া বলছেন, ' নির্বাচনে অংশ নিতে পেরে আমরা খুবই খুশি। আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। ভোট দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।'

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোট শুরু হয়েছে রাশিয়ায়। আগামী তিন দিন ধরে নির্বাচন চলবে সেদেশে। ভোট হবে ইউক্রেনের অধিকৃত এলাকাগুলোতেও। তবে নির্বাচনের আগেই কার্যত নিশ্চিত প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের জয়। এই নির্বাচনে জিতলে আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত নিজের কুরসি ধরে রাখবেন পুতিন। নির্বাচন শুরুর আগেই দেশের অধিকাংশ বিরোধী নেতাকে জেলে ভরে দিয়েছিল রুশ প্রশাসন। মাত্র তিনজন প্রার্থীকে নির্বাচনে লড়ার অনুমতি দিয়েছে রাশিয়ার নির্বাচন কমিশন। তিন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে বেছে নিলেন 'কেরলের রুশরা'।

অসুস্থ অমিতাভ, হাসপাতালে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ! ছুটি বিকেলে

মুম্বই, ১৫ মার্চ: শুক্রবার মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন । সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছে বিগ বির। বলিউড 'শাহেনশা'র অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীদের কপালে ভাঁজ পড়ে যায়। শুক্রবার দিনভর অমিতাভের আরোগ্য কামনায় রত থাকেন ভক্তরা। তবে এদিন বিকেলেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বিগ বি। শুক্রবার বিকেল নাগাদ বাড়ি ফেরেন অমিতাভ। কেমন আছেন এখন? জানা গিয়েছে, ছেলে অভিষেক এবং নাতি অগস্ত্যর সঙ্গে সময় কাটাবেন বলে মুখিয়ে রয়েছেন বিগ বি। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সূত্রে খবর, অমিতাভের অসুস্থতা নিয়ে এত সংবাদ পড়ে বিরক্ত বচ্চন পরিবার! তাঁদের কথায়, ঠিক এইজন্যই অমিতাভের অসুস্থতার কোনও খবর প্রকাশ্যে আনতে চায় না পরিবার। ঝটপট যে যেভাবে পারেন, সংবাদের শিরোনাম তৈরি হয়ে যায়। সত্যিই কী অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয় অমিতাভের?

এপ্রসঙ্গে ওই ঘনিষ্ঠ সূত্রের মন্তব্য, 'উনি নিয়মিত চেকআপের জন্য গিয়েছিলেন হাসপাতালে। মারাত্মক কিছু নয়! একাধিক রুটিন টেস্ট করান এবং বাড়ি ফিরে আসেন। সন্ধেয় নিজের প্রিয় চেয়ারে বসে আইসিসি ক্রিকেট ম্যাচ দেখবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি। অভিষেক-অগস্ত্যও থাকবেন ওঁর সঙ্গে।'

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of “Procurement of Front End Loader to Accelerate Transporting Garbage & Heightened Awareness Generation And Maintain Rigorous Surveillance in the Vicinity of the Puja Pandales and Surrounding Areas under Baranagar Municipality”, **NIeT No: WBMAD/BM/HD/NIQ- 86(eSWM)/2023-24 Dated- 14.03.2024,** Tender **ID No. 2024_MAD_686414_1 & 2024_MAD_686414_2.** Bid submission of end date (Online) is **28.03.2024 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**

Sd/- Chairman

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of “Procurement of Fuel Operated Garbage Tipper for Transporting Segregated Waste under Baranagar Municipality (Fund of 15th F.C. Tied Grant S.W.M.)”, **NIeQ No: WBMAD/ BM/ HD/ NIQ- 87 (eSWM)/2023-24 Dated- 15.03.2024,** Tender **ID No. 2024_MAD_686979_1.** Bid submission of end date(Online) is **05.04.2024 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**

Sd/- Chairman

NIT No.SFDC/MD/NIT- 52 (e)/2023-24 (2nd Call)

SFDC Ltd. Invites. tender for the work 'Construction of Fishermen Rest Room cum Store at Katnadighi Fisheries Project, Purba Medinipur'. Last date of (online) bid submission on **02/04/2024 at 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **04/04/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
N.I.T. NO - UKM/005/WW/2023-2024, DATED – 15.03.2024.
CONSTRUCTION OF 2 NUMBER BRICKS COLUMN AND 5 NUMBER 300 MM X 200 MM DIA DEEP TUBEWELLS GUARD WALL AT DIFFERNET PUMP HOUSE UNDER UTTARPARA KOTRUNG MUNICIPALITY. Bid Submission closing Date – 30.03.2024.
For More Details – Visit www.uttarparamunicipality.in
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.T. No. :UKM/013(e)/2023-24 dated: 15.03.2024
1.Operation and Maintenance Regular Cleaning of Bhadrakali Shibtala 2 nos Electrical Crematorium through deployment of 9 Nos of Operators and 3 Nos Doms within Uttarpara-Kotrung Municipality for a period of 2 year. Bid Submission Closing Date – 01.04.2024
For Details:- www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites quotation vide memo no. **07/NETWORK SETUP FOR NEW BUILDING/ C.M/ 2023-2024,Dt-15-03-2024** for Supplying & Installment of IT LAN & Network materials for newly constructed office building (G+4) at Shyamaprasad Maidan in Ward No-08 under Chakdaha Municipality. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২–এস/১/ডব্লু–II, তারিখঃ ১৫.০৩.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা–৭০০০১৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র. নং.ঃ ১, টেন্ডার নংঃ টিএন–২০২–২৩–২৪। কাজের নামঃ** দুই বছরের জন্য এসএসই/ওয়ার্কস্/শিয়ালদহের অধীনে স্যুইমিং পুলের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের দৈনিক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৩,৬২,৭৬৮.৫১ টাকা। **ইএমডিঃ** ২৭,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ২ বছর। **ক্র. নং.ঃ ২, টেন্ডার নংঃ টিএন–২০৩–২৩–২৪। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ–এ ৩ বছরের জন্য বি আর সিং হাসপাতালে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং জি + ৫ বিল্ডিংয়ের ছাদের ওপর স্থাপিত ২৪০০ লিটার প্রতি ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন আর.ও. প্ল্যান্টের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২২,২১,৫৪৯.৬৫ টাকা। **ইএমডিঃ** ৪৪,৪০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ০৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্রমিক নং ১ এবং ২–এর জন্য)। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ঃ ০৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১ এবং ২–এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই–টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডস জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সমর্থিত বিবেচনা করে দেওয়া হবে।
SDAH-415/2023-24
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
E-TENDER NO.: TN/08/AE/B-I/ 23-24, Date: 15.03.2024
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Wbsite **www.hmc.gov.in** & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application : **27.03.2024**.
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No 11/SGP/ 2023 - 24 (Un Tied)** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat. Last date of application **25.03.2024 up to 6.00 P.M.**
Intending bidders may download tender documents from **http://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Sagarpara, Murshidabad

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/574/23-24 Dated 15.03.2024	Repairing and renovation of culvert at Bhattacharjee para, Colony, Shiv Mandir para, Lalmandir ... under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.3,21,194.00

Bid Submission end date: 27.03.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/575/23-24 Dated 15.03.2024	Construction of stone ... under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.12,43,987.00
WBMAD/ULB/ RSM/576/23-24 Dated 15.03.2024	Construction of Concrete Road from Subhas Pally ... Vivekanda Nagar in Ward No. ... under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.11,00,917.00

Bid Submission end date: 30.03.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER AND SABANG PANCHYAT SAMITY
SABANG : PASCHIM MEDINIPUR
Email:-bdosabang@gmail.com
TENDER NOTICE
On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD Fee (Rs.)	Tender Document Fee (Rs.)
2023_ZPHD_686548_1	349993.00	7000.00	750.00

Sd/-
Executive Officer
Sabang Panchayet Samity

বোদাই গ্রাম পঞ্চায়েত, আমডাঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতি
গ্রাম ও পোষ্ট - বোদাই, থানা - আমডাঙ্গা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর)
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
বোদাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে চুক্তি ও কমিশন ভিত্তিক কর আদায়কারী নিয়োগ হবে। আবেদনকারীকে অবশ্যই বোদাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাসিন্দা হতে হবে। আবেদন করার পদ্ধতি, ন্যূনতম আবশ্যিক ও অতিরিক্ত বাঞ্ছনীয় শর্তাবলী এবং বাছাই পদ্ধতি বিশদে জানার জন্য উপরিউক্ত পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে। আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখ ০৮-০৪-২০২৪
স্বা/- প্রধান, বোদাই গ্রাম পঞ্চায়েত

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-113/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_686380_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
No:- WB-HMC/NIT/ED/18/EE-II/MPLAD/23-24 তারিখ : ১৪.০৩.২০২৪
ই -টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি-এমপিএলএডি প্রকল্প অধীনে হাওড়া ময়দানে আইআরসিএস ভবনে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের বিশ্রাম হাব নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত এবং একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ... https://wbtenders.gov.in ... টেন্ডার আইডি : 2024_MAD_685445_1
৩২২(৩)/২৩-২৪ সেক্রেটারি
১৫.৩.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ED/12/P&G/23-24 তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪
ই -টেন্ডার নোটিশ
[notice text not transcribed] ... https://wbtenders.gov.in ... টেন্ডার আইডি :2024_MAD_686272 ...
৩১৬(৩)/২৩-২৪ সেক্রেটারি
১৫.৩.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
WB-HMC/NIT/ED/26/EE-II/23-24 তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
[notice text not transcribed] ... wbtenders.gov.in ... 2024_MAD_686244_1 ...
৩১৮(৩)/২৩-২৪ সেক্রেটারি
১৫.৩.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
বরো - VII
৫৭, শাস্ত্রী নরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি রোড, হাওড়া - ৭১১১০৪
ফোন নং : ০৩৩-২৬৭২-০১৮২
সংবাদপত্রে প্রকাশক ই-টেন্ডার নোটিশ
[table and notice text not transcribed] ... www.wbtender.gov.in ...
৩২০(৩)/২৩-২৪ সেক্রেটারি
১৫.৩.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, সাম্প্রতিক সময়ের জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি, এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	এনআইটি নং এবং তারিখ
১	এইচএমসি অধীনে ওয়ার্ড ১২, ১৫, ১৭, ২২, ২৪, ২৫, জোন-১, ২৬, ৩০, জোন-২, ৩১, ৩৫, জোন-২, ৩৭, ৩৮, জোন-২, ৩৯, ৪১, জোন-২, ৪৩, ৪৮, জোন-২, এবং ৪৯, জোন-২ অধীনে বিভিন্ন নিকাশির পলি অপসারণ।	নং ১৮৮৪/কনস/২৩-২৪, তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪

টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ ০৫.০৪.২০২৪ বেলা ১টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in
৩২১(৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৫.৩.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 305 to 311/ 23-24 Dated. 15-03-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda, North 24 Parganas, Burdwan, Purba Medinipur, Jhargran, Alipurduar and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **16-03-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **02-04-2024 upto 3.00 pm**
Date: 15.03.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/ EE/ NIeT-52 (2nd Call)/23-24 Dt. 15-03-2024
E-tenders are invited by the Executive Engineer for Supply of Refrigerator (300L), Electrical Heater (1000 Watt), Humdifier, Hot Air Blower, Air Cooler, Scientific Electronic Balance (500gm), Exhaust Fan (4), Flexible Pipe (4), Hygrometer, Gum Boot, Ceiling Fan, Egg Bags for Tasar Dfls” at Bankura or At any block level in any Districts of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 02/04/2024 at 15:00 hrs.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/569/23-24 Dated 15.03.2024	Construction of pavement road with supporting wall at N.S.C Bose road and surface drain at Ashoke Nagar ... road at ward no. 16, under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.2,77,148.00
WBMAD/ULB/ RSM/570/23-24 Dated 15.03.2024	Construction of concrete road Sukanta Pally ... Ward No 32 under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.4,85,736.00
WBMAD/ULB/ RSM/571/23-24 Dated 15.03.2024	Construction of Covered Drain at ... under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.2,15,030.00
WBMAD/ULB/ RSM/572/23-24 Dated 15.03.2024	Ballah piling work at ... under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.2,87,706.00
WBMAD/ULB/ RSM/573/23-24 Dated 15.03.2024	Repairing of pavement road with supporting wall at ... under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.1,26,066.00
WBMAD/ULB/ RSM/574/23-24 Dated 15.03.2024	Construction of Concrete Road at ... under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs.2,44,315.00

Bid Submission end date: 27.03.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 274, KOLKATA, SATURDAY
16 MARCH 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৬ মার্চ ২০২৪

টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে আইসিসিতে পারিশ্রমিক বাড়ানোর তদবির করবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে নতুন উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। আইসিসিকে প্রতিষ্ঠানটির চলমান সভায় টেস্ট ম্যাচে পুরুষ ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর আহ্বান জানানোর কথা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি)। আইসিসি সদস্যদেশগুলো নিয়ে দুবাইয়ে গতকাল সভা শুরু হয়েছে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুরু হওয়া সেই সভা এখনো চলছে। সেখানেই এই প্রস্তাব দেওয়ার কথা বোর্ডগুলোর।

টি-টোয়েন্টির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় কয়েক বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি দলগুলোর গুরুত্ব কমে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। ক্রিকেটের 'তিন মোড়ল' হিসেবে পরিচিত ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াই টেস্ট বেশি খেলে, সেগুলোর বেশির ভাগই আবার নিজেদের মধ্যে। সাধারণত এ তিন দলের মধ্যকার সিরিজ ৫ ম্যাচের হয়, কিন্তু এর বাইরের সিরিজগুলো ২-৩ ম্যাচে সীমাবদ্ধ।

টেস্টের ভবিষ্যৎ শঙ্কামুক্ত করতে ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বাড়ানো একটা সমাধান বলে মনে করছে সিএ ও ইসিবি। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'সিডনি মর্নিং হেরাল্ড' এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানিয়েছে, বোর্ড দুটির আশা;প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ন্যূনতম ২০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা) ম্যাচ ফি বা পারিশ্রমিক দিলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচ ফি এখন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা পেয়ে থাকেন।

ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগগুলোর আকর্ষণ শীর্ষ ও প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের দীর্ঘ সংস্করণের ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে প্রলুব্ধ করে চলেছে। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের এই উদ্যোগ বর্তমান ও পরবর্তী;উভয় প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কাছে টেস্ট ক্রিকেটের আবেদন বাড়াবে বলে আশা বোর্ড দুটির। তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী, ভবিষ্যতে ন্যূনতম ম্যাচ ফি বাড়িয়ে ২৭ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা) করা হতে পারে, যা বর্তমানে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা পেয়ে থাকেন।

ম্যাচ ফি,সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয় সম্প্রতি শামার জোসেফের পারফরম্যান্সের কারণে। গত জানুয়ারিতে জোসেফের বীরত্বে ব্রিসবেন টেস্ট জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যা ছিল ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ক্যারিবীয়দের প্রথম টেস্ট জয়। এর কিছুদিন পরই জোসেফকে ৩ কোটি রুপিতে (প্রায় ৪ কোটি টাকায়) দলে ভেড়ায় আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। জোসেফ ও তাঁর মতো আরও অনেকেই যেন আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শুরুতেই টেস্টের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে না ফেলেন, সেটা নিশ্চিত করতেই ম্যাচ ফি বাড়ানোর তদবির করবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড।

জোসেফকে অবশ্য গত ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এনেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়দের বেতন ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের তুলনায় অনেক কম। চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের ১ লাখ থেকে দেড় লাখ ইউএস ডলার (১ কোটি ৯ লাখ টাকা থেকে ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা) দিয়ে থাকে ক্যারিবীয় বোর্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়েরা ম্যাচ ফি হিসেবে পান ৫ হাজার ডলার (প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার) টাকা। অথচ এক মৌসুম আইপিএল খেলে ১০ লাখ ডলারও (প্রায় ১১ কোটি টাকা) আয় করতে পারেন ক্যারিবীয় ক্রিকেটাররা।

অন্যদিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কেন্দ্রীয় চুক্তির সর্বনিম্ন শ্রেণির খেলোয়াড়েরাও ১ কোটি রুপি (১ কোটি ৩২ লাখ টাকা) বেতন পেয়ে থাকেন। আর সর্বোচ্চ শ্রেণির খেলোয়াড়দের বেতন এর সাত গুণ;৭ কোটি রুপি (৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা)।

অস্ট্রেলিয়ার চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররাও বোর্ডের কাছ থেকে বছরে গড়ে ১০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা) পেয়ে থাকেন। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স পান দ্বিগুণ;২০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (১৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা)। এ ছাড়া ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) মার্কেটিং পুল থেকে অতিরিক্ত আরও ১০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা) আয়ের সুযোগ থাকে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের।

সম্প্রতি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর 'টেস্ট ক্রিকেট প্রণোদনা প্রকল্প' চালুর ঘোষণা দিয়েছে বিসিসিআই, যাতে ক্রিকেটাররা আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কোনো ক্রিকেটার যদি এক বছরে ভারতের মোট টেস্ট ম্যাচের ৭৫ শতাংশ খেলেন, তাহলে ম্যাচপ্রতি অতিরিক্ত ৫৪ হাজার ইউএস ডলার (প্রায় ৬০ লাখ টাকা) পাবেন। কেউ ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ টেস্ট খেললে পাবেন অতিরিক্ত ৩৬ হাজার ২০০ ডলার (প্রায় ৪০ লাখ টাকা)।

ফিট থাকা সবাইকে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলতে সম্প্রতি রোহিত-কোহলিদের 'চরমপত্র'ও দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। বোর্ডের নির্দেশ সত্ত্বেও সম্প্রতি রঞ্জি ট্রফিতে না খেলা ঈশান কিষান ও শ্রেয়াস আইয়ারকে চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তবে আইসিসির সভায় অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড পারিশ্রমিক বাড়ানোর তদবির করলেও বিতর্কের বিষয় হতে পারে;এ টাকা আসবে কীভাবে? বর্তমানে ১২টি টেস্ট খেলুড়ে দেশ আইসিসির কাছ থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। বেশির ভাগ বোর্ডের সম্প্রচারস্বত্ব থেকে আয় তেমন বেশি নয় বলে আইসিসির এ লভ্যাংশ তাদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

টেস্ট ক্রিকেটের প্রচার ও সুরক্ষায় আরও সক্রিয় হওয়া আইসিসির বিস্তৃত আলোচ্যসূচিরই অংশ। টেস্ট ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে একটি উন্নয়ন কমিটি গঠন করার আলোচনাও চলছে। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সারির টেস্ট দল পাঠানো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

মৌমাছির দখলে টেনিস ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'ভদ্রমহোদয়গণ, মৌমাছির আক্রমণে খেলা স্থগিত করা হচ্ছে!'

চেয়ার আম্পায়ার মোহামেদ লাইয়ানি কথাটা বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। জানতেন না, যে ভয়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে যাচ্ছিলেন, সেই 'ভয়'ই বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে জড়ো হয়েছে তাঁর চেয়ারের নিচে। শুধু আম্পায়ারের চেয়ার কেন, টেনিস কোর্টের মধ্যে থাকা বেশির ভাগ ক্যামেরাই ছেঁকে ধরেছে পতঙ্গের দল। স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজের অভিজ্ঞতাটা বেশ মজার। কোর্টের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলেন, চারপাশে এত বোঁ বোঁ শব্দ কেন!

আলকারাজ যখন বুঝলেন ততক্ষণে দু,একটা কামড় খেয়ে ফেলেছেন। আম্পায়ারের মুখে খেলা স্থগিতের ঘোষণা শুনতে না শুনতেই তাই জোর দৌড়। শুধু আলকারাজ কেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আলেক্সান্দার জভেরেভ এবং আম্পায়ারও দৌড়ে কোর্ট ছেড়েছেন। এটিপি ট্যুর ওয়েবসাইটে ভিডিওতে দেখা গেল, চেয়ার ছাড়ার আগেই লাইয়ানিকে হুল ফুটিয়েছে পতঙ্গের দল। ওহ্, বলাই হয়নি; যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ান ওয়েলসে বিএনপি প্যারিবাস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল থামিয়ে দেওয়া বেরসিকটি আসলে এক দঙ্গল মৌমাছি।

জার্মানির জভেরেভের সঙ্গে আলকারাজ ম্যাচে ১,১ গেমে সমতায় থাকতে মৌমাছির দলের আক্রমণের কারণে স্থগিত হয় খেলা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর কোর্টে ফিরে ৬,৩, ৬,১ ব্যবধানের জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনারের

মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত করেন দ্বিতীয় বাছাই আলকারাজ। কোয়ার্টার ফাইনালের অপর ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহাকোকে ৬,৩, ৬,৩ গেমে হারান সিনার। চলতি বছর এ নিয়ে টানা ১৬ ম্যাচ জিতলেন ইতালিয়ান তারকা। শনিবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন সিনার,আলকারাজ।

বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, কোর্টে স্পাইডার ক্যামেরা ছেঁকে ধরেছিল মৌমাছির দল। কোর্টে একজন লোক মৌমাছি তাড়াতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করেন। এ ছাড়া স্প্রে বোতলও ব্যবহার করা হয়। ম্যাচ শেষে মৌমাছির আক্রমণ নিয়ে দুবারের গ্র্যান্ডস্লামজয়ী আলকারাজ বলেছেন, 'এটা খুবই অদ্ভুত। টেনিস ম্যাচে আমি কখনো এমনকিছু দেখিনি। মিথ্যা বলব না, মৌমাছি দেখে ভয় পাই। ম্যাচ পুনরায় শুরু হওয়ার পর মৌমাছি থেকে দূরে থেকে নিজের যা করা প্রয়োজন ছিল সেটা করেছি।'

আলকারাজ জানিয়েছেন, তৃতীয় গেমে সার্ভ করে পয়েন্ট পাওয়ার পর মৌমাছির দল তাঁর চোখে পড়ে, 'ভেবেছি, অল্প কিছু হবে। কিন্তু আকাশে তাকিয়ে দেখি হাজারে হাজার উড়ছে, চুলেও এসে বসেছে, পাগলাটে অবস্থা আরকি! গা বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু এটা অসম্ভব।'

ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে জশুয়া ট্রি ন্যাশনাল পার্ক থেকে ইন্ডিয়ান ওয়েলসের দূরত্ব বেশি নয়। কেউ কেউ দাবি করেন, ন্যাশনাল পার্ক থেকে উড়ে আসতে পারে মৌমাছির দল। বিএনপি প্যারিবাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স',এ একটি ভিডিও ছেড়েছে। সেখানে দেখা যায় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে এক ব্যক্তি ক্যামেরায় ছেঁকে ধরা মৌমাছি শুষে নিচ্ছেন। টেনিসবিষয়ক ওয়েবসাইট টেনিস ডট কম জানিয়েছে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে কাজ করা সেই ব্যক্তিটি আসলে মৌমাছি পালনকারী ল্যান্স ডেভিস। তিনি 'কিলার বি লাইভ রিমুভাল' সংগঠনের সভাপতি। সবাইকে পরিস্থিতিটা বোঝাতে কোর্টে দাঁড়িয়ে কথাও বলেন তিনি।

নিউইয়র্কে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে পন্টিংও অপেক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসির একেকটা টুর্নামেন্ট আসে, প্রথম পর্বেই একটা ম্যাচের জন্য অপেক্ষা শুরু হয় ক্রিকেট,বিশ্বের। সেই ম্যাচ দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে এ বছরের ১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও এর ব্যতিক্রম নয়।

১ জুন ডালাসে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার 'এ' গ্রুপের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই গ্রুপেই পড়েছে ভারত ও পাকিস্তান। নিউইয়র্কে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল মুখোমুখি হবে ৯ জুন। সারা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো এ ম্যাচের দিকে তাকিয়ে আছেন রিকি পন্টিংও। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়কও এ ম্যাচের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে উন্মুখ।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে মানুষের তুমুল আগ্রহ মুগ্ধ করে পন্টিংকে। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি এটা প্রথম দেখেছিলাম অস্ট্রেলিয়ায়। মেলবোর্নে স্টেডিয়ামে ৯৫ হাজার দর্শক ছিল। স্টেডিয়ামের বাইরে ছিল আরও ৫০ হাজার। ভেবে দেখুন, নিউইয়র্কে কী হতে পারে। তাই বিশ্বকাপের এ ম্যাচ নিয়ে আমি সত্যি রোমাঞ্চিত।'

পন্টিং বলছেন ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা। ভারত-পাকিস্তান সেই বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছিল সুপার টুয়েলভের ম্যাচে। ২৩ অক্টোবরের সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছিল ভারত।

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ হচ্ছে, এটা নিয়েও কম রোমাঞ্চিত নন পন্টিং, 'আমি মনে করি, এটা বিশ্বের এই প্রান্তে ক্রিকেটের উন্নয়ন ও প্রচারণার জন্য ভালো এক সুযোগ। আমার ওয়াশিংটন ফ্রিডমের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার এটা একটা বড় কারণ। যুক্তরাষ্ট্রে খেলাটির উন্নয়নের যে উদ্যোগ, সেটার অংশ হওয়াও একটা কারণ।'

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটের প্রসার নিয়েও আশাবাদীও মনে হলো পন্টিংকে, 'এখানে নিশ্চিত করেই অনেক ভারতীয়, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি, শ্রীলঙ্কান ও আফগানপ্রবাসী আছে। আমরা জানি, তারা এখানে খেলাটির প্রসার ঘটিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের যেটা করতে হবে, ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা আর ক্রিকেট বোঝার ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।'

ফাইনালে দেখা হতে পারে ক্লপ,আলোনসোর

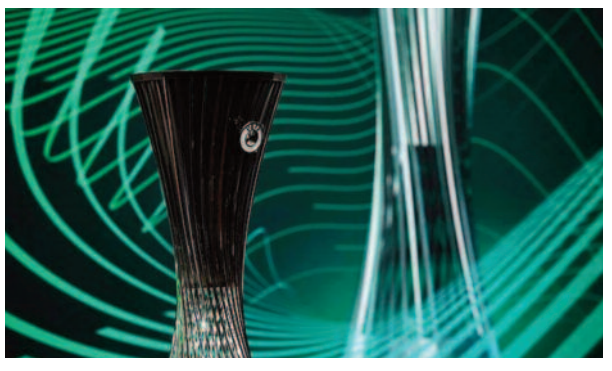

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালের ড্র একটা সম্ভাবনা তৈরি করেছে;ফাইনালে দেখা হতে পারে লিভারপুলের বিদায়ী কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ আর তাঁর বিকল্প হিসেবে যাঁর নাম সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে, সেই জাবি আলোনসো।

নিওনে আজকের ড্রয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে লিভারপুল প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে ইতালির ক্লাব আতালান্তাকে। আর এটাই চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতায় দুর্দম্যভাবে এগিয়ে যাওয়া লেভারকুসেন পড়েছে ড্রয়ের অন্য অর্ধে। আর তাতেই দুদলের ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে জাবি আলোনসোর লেভারকুসেনের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড। অন্য দুটি কোয়ার্টার ফাইনালে এসি মিলান খেলবে স্বদেশি ক্লাব এএস রোমার বিপক্ষে আর পর্তুগালের দল বেনফিকার প্রতিপক্ষ ফ্রান্সের অলিম্পিক মার্শেই।

প্রথম সেমিফাইনালে বেনফিকা-মার্শেই ম্যাচের বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবে লিভারপুল-আতালান্তা ম্যাচের জয়ী দল। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মিলান-রোমা ম্যাচের জয়ী দল খেলবে লেভারকুসেন-ওয়েস্ট হাম ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে।

শেষ ষোলোতে স্পার্তা প্রাগকে দুই লেগ মিলিয়ে ১১-২ গোলে পেছনে ফেলা লিভারপুল কোয়ার্টার ফাইনালে আতান্তার বিপক্ষে নিরঙ্কুশ ফেবারিট। আতালান্তা ইতালিয়ান সিরি 'আ'র পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে ষষ্ঠ স্থানে আছে। এর আগে ২০২০-২১ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। আতালান্তার মাঠে লিভারপুল জিতেছিল ৫-০ গোলে আর অ্যানফিল্ডে আতালান্তার জয় ছিল ২-০ গোলে।

ভারতে 'ক্রিকেটের চেয়ে ক্রিকেটার বড় হয়ে ওঠে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: একজন ব্যক্তি কখনো ম্যাচ জেতায় না। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে 'নায়ক সংস্কৃতি' আছে। যা অন্যদের অবদান আড়াল করে একজনের কৃতিত্বকেই বেশি বেশি সামনে তুলে ধরে। ভারতে ক্রিকেটের চেয়ে ক্রিকেটারের বড় হয়ে ওঠার এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার মনে করেন প্রাভিন কুমার।

ভারতের সাবেক এই পেসার কথাগুলো বলেছেন গৌতম গম্ভীরের এক মন্তব্যের সূত্রে। ভারতীয় ক্রিকেটে একজনকে বড় করে তোলার সংস্কৃতি বন্ধ করতে 'ড্রেসিংরুমে দানব তৈরি' না করতে বলেছিলেন গম্ভীর। ভারতের সংবাদমাধ্যম যেটিকে 'গম্ভীর-ধোনি' বিতর্ক বলে চিত্রিত করে আসছে।

গম্ভীর বহুল আলোচিত মন্তব্যটি করেছিলেন ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাবেক ওপেনার বলেছিলেন, 'ড্রেসিংরুমে দানব তৈরি কোরো না। একমাত্র দানব হওয়া উচিত ভারতীয় ক্রিকেট, কোনো ব্যক্তি নয়। আপনি কি মনে করেন না, এই যে নায়ক-পূজার যে ধারা, তা কি পরবর্তী তারকা তুলে আনার পথকে রুদ্ধ করবে না? এই ছায়ায় আসলে কেউ বেড়ে উঠতে পারবে না। এর আগে এটি ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনি, এখন বিরাট কোহলি।' নির্দিষ্ট ক্রিকেটারদের তোষণের সংস্কৃতির জন্য তিনি

আঙুল তুলেছিলেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী এবং সংবাদমাধ্যম ও সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের দিকে।

গম্ভীরের মন্তব্যটি উঠে এসেছে ভারতের হয়ে ৬ টেস্ট, ৬৮ ওয়ানডে ও ১০ টি-টোয়েন্টি খেলা প্রাভিনের মুখেও। আজতকের সাংবাদিক শুভংকর মিশ্রর ইউটিউব চ্যানেলের এক সাক্ষাৎকারে সাবেক এই পেসার তাঁর সাবেক সতীর্থের মন্তব্য সমর্থন করে বলেন, 'গৌতম ভাই একদম ঠিক কথাটিই বলেছেন। ক্রিকেট রেসলিং বা অন্য কোনো একক ব্যক্তির খেলা নয়। এখানে একজন ব্যক্তি ম্যাচ জেতাতে পারে না। ২০১১ বিশ্বকাপে যুবরাজ সিং ১৫ উইকেট নিয়েছেন, রানও করেছেন, জহির খান ২১ উইকেট নিয়েছেন। ২০০৭ আর ২০১১ বিশ্বকাপে গম্ভীর রান করেছেন। ধোনিও ১১-এর ফাইনালে রান করেছে। টেস্ট, ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টি যেটাই হোক, দল জিততে হলে অন্তত তিনজন ব্যাটসম্যানকে রান করতে হয়, দুজন বোলারকে উইকেট নিতে হয়। কেউ একা টুর্নামেন্ট জেতাতে পারে না।'

ভারতের ২০১১ বিশ্বকাপজয়ে টুর্নামেন্ট সেরা ছিলেন যুবরাজ। ফাইনালে রান তাড়ায় টেন্ডুলকার, বীরেন্দর শেবাগরা শুরুতেই আউট হয়ে যাওয়ার পর ৯৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন গম্ভীর। তবে এ সব ছাপিয়ে বেশি আলোচনা হয় ধোনির ৯১ রানের অপরাজিত ইনিংসটির।

একজনকে ওপরে তুলে ধরার মাধ্যমে খেলোয়াড়েরা খেলার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে বলে মনে করেন ২০১২ সালে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা প্রাভিন, 'ভারতের ক্রিকেটে নায়ক-সংস্কৃতি সব সময়ই ছিল। আমার মনে হয় সেই আশির দশক থেকেই। এটা ভুল প্রবণতা। এতে একটা সময় ক্রিকেটাররা ক্রিকেটের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। যার ব্র্যান্ড সাপোর্ট বেশি, সে তত বেশি মনোযোগ পায়।'

টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই আইপিএল শেষ যেসব ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের ১৭তম আসর শুরু হতে বাকি এক সপ্তাহ। তবে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের জন্য শুরুর আগেই শেষ হয়ে গেছে এবারের আসর। কেউ চোটের কারণে ছিটকে পড়েছেন, কেউবা আবার নিজেই ব্যক্তিগত কারণে সরে গেছেন। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাওয়া এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা কিন্তু কম নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার লুঙ্গি এনগিডি এই ছিটকে যাওয়াদের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন। এর আগে ভারতের দুই পেসার, ইংল্যান্ডের তিন ক্রিকেটারেরও আইপিএল শেষ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে দলগতভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের। দুই দলকেই দুজন করে খেলোয়াড় বদলাতে হয়েছে।

হ্যারি ব্রুক (দিল্লি ক্যাপিটালস)

হ্যারি ব্রুককে নিলাম থেকে ৪ কোটি ইউরোয় কিনেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। তবে ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যানকে পাচ্ছে না দিল্লি। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তিনি। পরে জানা গেছে দাদির মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারের পাশে থাকতে ভারতে যাবেন না ব্রুক।

মহম্মদ শামি (গুজরাট টাইটানস)

গত আসরে গুজরাটের ফাইনাল খেলার পেছনে অন্যতম নায়ক ছিলেন মোহাম্মদ শামি। ডানহাতি এ পেসার ১৭ ম্যাচে নিয়েছিলেন টুর্নামেন্ট,সর্বোচ্চ ২৮ উইকেট। তবে চোটের কারণে শামিকে এবার দলে পাচ্ছে না গুজরাট। গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে মাঠের বাইরে থাকা শামি ডান গোড়ালিতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। এখন আছেন পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে।

প্রসিধ কৃষ্ণা (রাজস্থান রয়্যালস)

শামির মতো প্রসিধ কৃষ্ণাও অস্ত্রোপচার,পরবর্তী পুনর্বাসনে আছেন। গত মাসে উরুর চোটে অস্ত্রোপচার করা এই পেসার ছিটকে পড়েছেন রাজস্থান রয়্যালস থেকে। নিলামে ১০ কোটি রুপি পাওয়া প্রসিধ রয়্যালসের হয়ে প্রথম মৌসুমেই ১৭ ম্যাচে নিয়েছিলেন ১৯ উইকেট। এবার তাঁর বদলি কে হবেন, তা এখনো জানায়নি রাজস্থান।

মার্ক উড (লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস)

ইংলিশ পেসার মার্ক উড

আইপিএল থেকে সরে গেছেন চাপ, ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে। টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও সামনের গ্রীষ্ম মৌসুম কেন্দ্র করে বিশ্রামে থাকবেন তিনি। ২০২২ সালে উডকে সাড়ে সাত কোটি রুপিতে কিনেছিল লক্ষ্ণৌ। যদিও প্রথম মৌসুমে চোটের কারণে এক ম্যাচও খেলতে পারেননি। গত আসরে ৪ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ১১ উইকেট। উডের জায়গায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের নতুন পেস তারকা শামার জোসেফকে দলে ভিড়িয়েছে লক্ষ্ণৌ।

গাস অ্যাটকিনসন (কলকাতা নাইট রাইডার্স)

উডের মতো অ্যাটকিনসনকেও আইপিএল থেকে সরিয়ে নিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ২৬ বছর বয়সী এই পেসারকে এবারের নিলামে ১ কোটি রুপিতে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। অ্যাটকিনসন নাম সরিয়ে নেওয়ার পর তাঁর জায়গায় দুশমন্থ চামিরাকে নিয়েছে কলকাতা। শ্রীলঙ্কার এই পেসার নিলামে অবিক্রিত ছিলেন।

জেসন রয় (কলকাতা নাইট রাইডার্স)

গত মৌসুমে কলকাতার হয়ে আট ম্যাচে ১৫১.৬০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছিলেন জেসন রয়। এবারও তেমন কিছুরই আশা ছিল দলটির। কিন্তু ইংল্যান্ডের এই ওপেনার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আইপিএল থেকে নাম সরিয়ে নিয়েছেন।

এর আগে ২০২০ ও ২০২২ আসরেও নিজেকে প্রত্যাহার করেছিলেন রয়। কলকাতা রয়ের জায়গায় নিয়েছে আরেক ইংলিশ ওপেনার ফিল সল্টকে। গত বছর দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলা সল্ট সর্বশেষ নিলামে অবিক্রিত ছিলেন। তাঁকে দেড় কোটি রুপির ভিত্তিমূল্যেই পেয়েছে কলকাতা।

ডেভন কনওয়ে (চেন্নাই সুপার কিংস)

গত বছর চেন্নাইয়ের শিরোপাজয়ের পথে সবচেয়ে বেশি ৬৭২ রান করেছিলেন ডেভন কনওয়ে। তবে নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যানকে এবার মাঠে পাচ্ছে না এমএস ধোনির দল। আঙুলের চোটে আট সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেছেন তিনি। চেন্নাই এখনো কনওয়ের বদলির নাম ঘোষণা করেনি।

লুঙ্গি এনগিডি (দিল্লি ক্যাপিটালস)

ব্যক্তিগত কারণে হ্যারি ব্রুক নাম সরিয়ে নেওয়ার এক দিন পরই দিল্লি জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার লুঙ্গি এনগিডিকেও পাচ্ছে না তারা। এক্ষেত্রে কারণটা চোটের। ২০২২ সালে দিল্লিতে যোগ দেওয়ার পর দুই মৌসুমে একটি ম্যাচও খেলতে পারেননি এনগিডি। তাঁর ছিটকে যাওয়ার দিনে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান ফ্রেজার-ম্যাগারকে দলভুক্ত করার খবর জানিয়েছে দিল্লি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**